রাঁচি, মঙ্গলবার

20:02:2024

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>130 >> 07 Phalgun 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com

পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ১৩০ >> << ০৭ই, ফাল্গুন ১৪৩০>>

গাজায় হাসপাতালে ইসরাইলি বাহিনীর হামলায় ৫ জনের মৃত্যু

গাজা ঃ গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় নাসের হাসপাতাল কমপ্লেক্সে অভিযান চালানোর একদিন পর শুক্রবার ইসরাইলি বাহিনী হাসপাতাল চত্বরে তল্লাশি চালায়। হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, অভিযানের পর হাসপাতালের জেনারেটর বন্ধ হয়ে যায় । অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে থাকা পাঁচজন রোগী মারা যান। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অভিযোগ করেছে, ওই ভবনে অভিযান চালিয়ে হাসপাতালের রোগীদের সেবায় বিঘ্ন ঘটায় ইসরাইলিরা। তবে ইসরাইলিরা এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এদিকে মিশর গাজার দক্ষিণাঞ্চলে রাফাহ সীমান্তের কাছে একটি প্রাচীর নির্মাণ করছে। রাফায় ১০ লাখের বেশি ফিলিস্তিনি রয়েছে, ইসরাইলি আগ্রাসনের কারণে যাদেরকে উদ্বাস্তু হতে হয়েছে। স্যাটেলাইট চিত্রে দেখা গেছে, মিশর ওই এলাকার জমিও বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। ইসরাইল রাফায় আগ্রাসন চালানোর পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে।

বাজার দর

SENSEX : 72708.16 +281.52
NIFTY : 22122.25 +81.55

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
31.00 °c	18.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.46 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06.18 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 62,370 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 77,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ইসরাইলের ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড অধিগ্রহণের পরিণাম যাচাই করবে জাতিসংঘের আদালত

হেগ ঃ সোমবার থেকে জাতিসংঘের শীর্ষ আদালতে ১৯৬৭ সাল থেকে ইসরাইলের ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড অধিগ্রহণ করার পরিণাম নিয়ে শুনানির আয়োজন করা হবে। আশা করা হচ্ছে, ৫২টি দেশ তথ্যপ্রমাণ জমা দেবে, যা হবে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। দি হেগের পিস প্যালেসে আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালতের (আইসিজের) সদর দপ্তরে সপ্তাহব্যাপী অধিবেশনে যোগ দিয়ে বিচারকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনসহ অন্যান্য দেশ। ২০২২ এর ডিসেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ আইসিজেকে পূর্ব জেরুজালেমসহ ইসরাইলের অধিগ্রহণ করা সমগ্র ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে দেশটির নীতিমালা ও চর্চার আইনি পরিণাম সম্পর্কে বাধ্যতামূলক নয় এমন পরামর্শমূলক মতামত দেওয়ার আহ্বান জানায়। আইসিজের কোনো মতামত মেনে নেওয়ার আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকলেও এই উদ্যোগ এমন সময় এলো যখন ৭ অক্টোবরে হামাসের সহিংস হামলার জবাবে গাজার বিরুদ্ধে ইসরাইলের যুদ্ধ নিয়ে আন্তর্জাতিক আইনি চাপ বাড়ছে। সাধারণ পরিষদ আইসিজেকে দুইটি প্রশ্ন বিবেচনায় নিতে বলেছে। প্রথমত, জাতিসংঘ বলছে, ইসরাইল ধারাবাহিকভাবে ফিলিস্তিনিদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেদের নেওয়ার অধিকারের লঙ্ঘন করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আইসিজের প্রাথমিক দায়িত্ব জাতিসংঘের এই দাবির আইনি পরিণাম যাচাই করা। এ প্রশ্নের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো হল ১৯৬৭ সাল থেকে অধিগ্রহণ করা ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড দীর্ঘসময় ধরে দখল করে রাখা, সেখানে বসতি স্থাপন ও আরও বেশি পরিমাণ ভূখণ্ড অধিগ্রহণ ও পবিত্র শহর জেরুজালেমে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর আনুপাতিক হার, সার্বিক চরিত্র ও মর্যাদা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে নেওয়া উদ্যোগ। আইসিজেকে আরও বলা হয়েছে ইসরাইলের সংশ্লিষ্ট বৈষম্যমূলক আইন ও পদক্ষেপ নেওয়ার পরিণাম যাচাই করতে। দ্বিতীয়ত, আইসিজেকে সুপারিশ করতে বলা হয়েছে, কীভাবে ইসরাইলের পদক্ষেপে অধিগ্রহণের আইনি অবস্থান প্রভাবিত হয়েছে এবং এতে জাতিসংঘ ও অন্যান্য দেশের ওপর কী প্রভাব পড়ছে। আদালত যত দ্রুত সম্ভব এ বিষয়টি নিয়ে রায় দেবে। খুব সম্ভবত এ বছরের শেষ নাগাদ এই রায় আসতে পারে। ইসরাইল শুনানিতে অংশ নেবে না। ২০২২ সালে জাতিসংঘ এই অনুরোধ জানালে তারা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু একে ঘৃণ্য ও অপমানজনক বলে অভিহিত করেন।

জার্মানিতে উগ্র ডানপন্থিদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলছে

বার্লিন (এজেন্সী) ঃ এই সপ্তাহান্তেও উগ্রডানপন্থিদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে জার্মানির বিভিন্ন শহরে। এএফডির জনপ্রিয়তায় লেগেছে ভাটার টান। জোট সরকারের অবস্থাও উদ্বেগজনক।

জার্মানিতে একদিকে প্রতি সপ্তাহেই চলছে উগ্রডানপন্থি মতাদর্শবিরোধী বিক্ষোভ, অন্যদিকে কমছে জোট সরকারের জনপ্রিয়তা। আইএনএসএ ইন্সটিটিউটের গত সপ্তাহের জনমত জরিপ অনুযায়ী, চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস এবং প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক ভাল্টার স্টাইনমায়ারের সামাজিক গণতন্ত্রী (এসপিডি) দলের পাশে আছে ১৪ এবং ভাইস চ্যান্সেলর রবার্ট হাবেকের সবুজ দলের পাশে আছে মাত্র ১৩ মানুষ। তবে আরেক জোট শরিক বাণিজ্যবান্ধব এফডিপি দলের গ্রহণযোগ্যতা এ মুহূর্তে এতটাই কম যে এই মুহূর্তে নির্বাচন হলে সংসদেই থাকতে পারবে না।সর্বশেষ জনমত জরিপে মাত্র ৪ শতাংশ মানুষের সমর্থন পেয়েছে এফডিপি্। জার্মানিতে ৫-এর কম ভোট পাওয়া দল সরকারে থাকা তো দূরের কথা, সংসদেই যেতে পারে না।

এ পরিস্থিতিতেও স্টাইনমায়ারকে আনন্দ প্রকাশের উপলক্ষ্য এনে দিয়েছে সপ্তাহান্দের উগ্র ডানপন্থি মতবাদবিরোধী বিক্ষোভ।

'গণতন্ত্র রক্ষা'র উদ্দেশ্যে উগ্র ডানপন্থাবিরোধী এমন গণবিক্ষোভ গত ১৩ জানুয়ারি থেকে প্রতি সপ্তাহান্তেই হয়ে আসছে জার্মানিতে। নতুন বছরের দ্বিতীয় সপ্তাহান্তে এ বিক্ষোভ সমাবেশের সূচনাটা হয়েছিল অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বিষয়ক গণমাধ্যম কারেক্টিভ-এ প্রকাশিত চাঞ্চল্যকর এক খবরের প্রতিক্রিয়ায। কারেক্টিভের সেই খবরে দাবি করা হয়, এএফডির কয়েকজন সদস্যসহ জার্মানির ডানপন্থি মতাদর্শের কিছু মানুষ এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে অভিবাসীদের দেশে ফেরত পাঠানোর কৌশল নির্ধারণের জন্য আলোচনা করেছেন।

রবিবার সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ সমাবেশটি হয়েছে জার্মানির উত্তরাঞ্চলের শহর ভল্ফসবুর্গে। ছয় হাজারের মতো মানুষ অংশ নেন সেই সমাবেশে।

এছাড়া হানোফার, মাগডেবুর্গ, বোখুম, রিটবার্গ, এসেন এবং বেশ কিছু ছোট শহরে এমন সমাবেশ হয়। মাগডেবুর্গের সমাবেশে সাক্সনি-আনহাল্ট রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী রাইনার হাসেলফও উপস্থিত ছিলেন। সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে খ্রিষ্টীয় গণতান্ত্রিক ইউনিয়ন (সিডিইউ)-এর নেতা বলেন, ''যেখানেই বর্ণবাদ এবং অমানবিকতা দেখা দেবে তার রূপ যেমনই হোক না কেন, আমাদের সবাইকে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।''

রবিবার সারা দেশে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশ নিয়ে একটি ভিডিওবার্তা প্রকাশ করেন জার্মানির প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক ভাল্টার স্টাইনমায়ার। সেখানে তিনি বলেন, ''আজ আবার হাজার হাজার তরুণ এবং প্রবীণ, (তাদের মধ্যে) অনেকে সপরিবারে শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হবেন। আমরা সবাই এ সমাবেশের পক্ষে, কারণ, আমরা মিলেমিশে স্বাধীনভাবে সসম্মানে বাঁচতে চাই।'' তিনি আরো বলেন, এসব সমাবেশ ঘৃণা, সহিংসতা এবং চরমপন্থার বিরুদ্ধে সকলের জোরালো প্রতিবাদ। লাগাতার বিক্ষোভ সমাবেশের কিছুটা প্রভাব এএফডির জনপ্রিয়তাতেও পড়েছে। আইএনএসএ-এর জনমত জরিপ অনুযায়ী জার্মান সংসদের ডানপন্থি এই বিরোধী দলকে এই মুহূর্তে মাত্র ১৯ ভাগ মানুষ চায়। ২০২৩ সালের জুনের পর এই প্রথম জরিপে এত কম সমর্থন পেলো এএফডি। সেই তুলনায় বেশ ভালো অবস্থা সিডিইউ এবং তাদের বাভারিয়ান সহযোগী সংগঠন সিএসইউ-এর। তাদের সমর্থন জানিয়েছে জরিপে অংশ নেয়া ৩১ ভাগ মানুষ।এএফডির সমর্থন (১৯) এই দুই দলের যৌথ সমর্থনের চেয়ে অনেক কম হলেও জোট সরকারের তিন শরিক এসপিডি (১৪), গ্রিন (১৩) এবং এফডিপি (৪)-র চেয়ে এখনো বেশি।

সন্দেশখালির মানুষকে টাকা ফেরত দেয়া শুরু তৃণমূলের

কলকাতা ঃ সন্দেশখালিতে মানুষের কাছ থেকে জোর করে জমি নিয়ে, তা ভেড়ি বানিয়ে ইজারার ও লিজের টাকা দেননি শাহজাহান, শিবু হাজরারা।

সেই টাকাই রোববার থেকে ফেরত দেয়া শুরু করলো তৃণমূল। তার আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দেন, ''সন্দেশখালিতে কেউ কিছু নিয়ে থাকলে তা ফিরিয়ে দেয়া হবে। মনে রাখবেন, আমি যা বলি, তা করি।'' রোববার সন্দেশখালি যান তিন মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক. সুজিত বসু ও বীরবাহু হাঁসদা। তারা মানুষকে তাদের প্রাপ্য অর্থ ফেরত দেন। তার আগে তৃণমূলের পঞ্চায়েতের নেতারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কার কী প্রাপ্য তা জেনে আসেন। তারপর টাকা দেয়া শুরু হয়।

কোথা থেকে টাকা আসছে?

পার্থ ভৌমিক বলেছেন, ''চাঁদা করে টাকা তুলে সেই অর্থ ফেরত দেয়া হচ্ছে। রোববার ১০ জনকে টাকা দেয়া হয়েছে। বাকিদেরও দেয়া হবে। ১৭০ জন টাকা পাবেন। কেউ এক হাজার, কেউ দুই হাজার এরকম করে টাকা পাবেন। আমরা দলের তরফে দুই টাকা, পাঁচ টাকা করে চাঁদা তুলে সেই অর্থ ফেরত দেব।''

মন্ত্রীদের হাত থেকে টাকা পেয়েছেন মায়া চক্রবর্তী। তিনি বলেছেন, ''মন্ত্রীরা এসে টাকা দিয়ে গেছেন। অনেকেই টাকা পেয়েছেন। ওরা এসে কাগজপত্র দেখে টাকা দিয়ে গেছে। ওরা বলেছে, এরপর জমি মেপে যা পাওনা হয়, সেটাও দেয়া হবে।''

শুধু জমি নিয়েই অভিযোগ নয়, মূর্তি নিয়ে টাকা দেয়া হয়নি, মুদির দোকান, রোল চাউমিনের দোকান বা শাড়ির দোকানে হাজার হাজার টাকা বাকি রাখা আছে। টিভি৯-এর রিপোর্ট বলছে, মৃৎশিল্পীর কাছে ২৫ হাজার টাকা, শাড়ির দোকানের ১৩ বাজার টাকা, রোলের দোকানে প্রায় তিন হাজার টাকা, মুদির দোকান থেকে এক লাখ ৫৬ হাজার টাকার জিনিস নিয়ে একটা পয়সাও দেননি শেখ শাহজাহান, শিবু হাজরা, উত্তম সর্দাররা। এমনকী চিংড়ির এজেন্টদের প্রাপ্য টাকাও দেয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

এখন এলাকায় শিবির খোলা হয়েছে। সেখানে মানুষ গিয়ে অভিযোগ করছেন। একের পর এক অভিযোগ সেখানে জমা পড়ছে। এরই মধ্যে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ডিডাব্লিউ সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি। তবে ওই ভিডিও নিয়ে রীতিমতো রাজনৈতিক আলোড়ন দেখা দিয়েছে। সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য এক নেত্রী স্থানীয় এক নারীকে বলছেন, ''তৃণমূল টাকা পাইয়ে দিচ্ছে। এবার সমর্থন করবেন তো।''

গাজায় তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলজেরিয়ার প্রস্তাবে ভেটো দেবে যুক্তরাষ্ট্র

ফিলিস্তিনঃ জাতিসংঘে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জানিয়েছেন, এ সপ্তাহে আলজেরিয়ার পক্ষ থেকে গাজায় তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধবিরতির একটি প্রস্তাব জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করা হতে পারে। তিনি আরও জানান, যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাবে ভেটো দেবে। লিন্ডা টমাস-গ্রিনফিল্ড শনিবার এক বিবৃতিতে জানান, যুক্তরাষ্ট্র কয়েকমাস ধরে গাজার সংঘাতের একটি টেকসই সমাধান নিয়ে কাজ করছে, যার মাধ্যমে গাজায় অন্তত ছয় সপ্তাহের তাৎক্ষণিক ও টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সময়টা কাজে লাগিয়ে আমরা আরও দীর্ঘমেয়াদী শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে পারব। তিনি বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র যে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে, সেটাতে ইসরাইল, মিশর ও অন্যান্যরা অবদান রেখেছেন এবং এটি সব জিম্মিদের তাদের পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলনের ও যুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী বিরতি এনে দেওয়ার সবচেয়ে ভালো বিকল্প। এতে আরও বেশি পরিমাণে জীবনরক্ষাকারী খাদ্য, জল, জ্বালানি, ওষুধ ও অন্যান্য নিত্যপণ্য ফিলিস্তিনি বেসামরিক মানুষের হাতে পৌঁছানো যাবে, যা তাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তিনি বলেন, আলজেরীয় পরিকল্পনায় একই ফল পাওয়া যাবে না এবং তারা এর বিরোধিতা করতে পারেন। টমাস-গ্রিনফিল্ড বলেন, আলজেরীয় পরিকল্পনা নিয়ে ভোটের আয়োজন করলে এটা গৃহীত হবে না। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। রবিবার গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর থেকে ইসরাইলের পালটা হামলায় ২৮ হাজার ৯৮৫ ফিলিস্তিনি নিহত ও ৬৮ হাজার ৮৮৩ জন আহত হয়েছেন। মন্ত্রণালয় আরও জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় অন্তত ১২৭ জন ফিলিস্তিনি নিহত ও আরও ২০৫ জন আহত হয়েছেন। হতাহত ফিলিস্তিনিদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু।

রণাঙ্গন

অস্ত্রসরঞ্জামের ঘাটতি, যা রাশিয়া পুরোদমে আক্রমণ চালানোর পর থেকেই ইউক্রেনীয় বাহিনীর জন্য সমস্যা ছিল

ইউক্রেন বাহিনীতে গোলাবারুদের মারাত্মক ঘাটতি, আভডিভকার পতন যা দেখিয়েছে

আভডিভকাঃ গোলাবারুদের ঘাটতির ফলে ৬২০ মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনে ইউক্রেনের অবস্থান হুমকির মুখে পড়ছে। পুরো রণাঙ্গন এখন রুশ গোলন্দাজ বাহিনীর মারাত্মক আক্রমণের মুখে। ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা ব্যূহ হুমকির মুখে।

গত চার মাস ধরে প্রতিদিন তিন দিক থেকে রাশিয়ার আক্রমণের পর ইউক্রেনীয় বাহিনী পূর্বাঞ্চলে ডনেতস্ক এলাকার আভডিভকা শহর থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়।

রুশ সীমান্ত থেকে দূরে, ইউক্রেনের বেশ অভ্যন্তরে আভডিভকায় ইউক্রেনীয় বাহিনী ব্যাপক প্রতিরক্ষা গড়ে তুলেছিল। রাশিয়া ২০১৪ সালে যখন প্রথম আক্রমণ চালায়, তখন থেকে আভডিভকা একটি রণাঙ্গন। আভডিভকার সুরক্ষিত সুরঙ্গ আর ট্রেঞ্চ নেটওয়ার্ক আরও পশ্চিমে ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ পথগুলোকে নিরাপত্তা দেয়। আভডিভকা দখলের ফলে রাশিয়ার মনোবল চাঙ্গা হবে, এবং এই যুদ্ধে তাদের সৈন্যরা চালকের আসনে আছে বলে ক্রেমলিনের দাবীকে সমর্থন করবে। অন্যদিকে, শহরের পতন ইউক্রেনীয় বাহিনীর জন্য হতাশা নিয়ে আসবে, যারা গত বছরের পাল্টা অভিযানের পর শুধুমাত্র কিছু এলাকা উদ্ধার করেছে।

বাইডেন প্রশাসন আভডিভকার পতনের জন্য ইউক্রেনের জন্য ৬০০ কোটি ডলারের সামরিক সাহায্য অনুমোদন করতে কংগ্রেসের ব্যর্থতাকে দায়ী করেছে। প্রেসিডেন্ট বাইডেন জানিয়েছেন যে, তিনি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোডিমির জেলেন্সকিকে শনিবার টেলিফোনে আলাপের সময় বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য অবশেষে চলে আসবে। ইউক্রেন আভডিভকা থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়ার পর বাইডেন জেলেন্সকির সাথে কথা বলেন।

তবে, সংবাদদাতারা যখন জিজ্ঞেস করেন, ইউক্রেন আরও এলাকা হারানোর আগেই কংগ্রেসে সমঝোতা হবে বলে তিনি আত্মবিশ্বাসী কি না, বাইডেন উত্তর দেন, ''না।'' আভডিভকার পতনের কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে রণাঙ্গনের সবচেয়ে সক্রিয় অংশে এসোসিয়েটেড প্রেস গোলন্দাজ ইউনিটের প্রধান সহ এক ডজনের বেশি ইউক্রেনীয় কমান্ডারের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। তারা বলছেন অস্ত্রসরঞ্জামের ঘাটতি, যা রাশিয়া পুরোদমে আক্রমণ চালানোর পর থেকেই ইউক্রেনীয় বাহিনীর জন্য সমস্যা ছিল, তা গত শরতকাল থেকে আরও তীব্র হয়েছে। পশ্চিমাদের দেয়া দূরপাল্লার আরটিলারির সরবরাহ অনেক কমে গেছে, যার মানে হচ্ছে ইউক্রেনীয় বাহিনীর পক্ষে রুশ বাহিনীর গভীরে, যেখানে তাদের ভারী সরঞ্জাম আর সৈন্য সমবেত করা হয়, সেখানে আক্রমণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

কয়েক সপ্তাহ ধরে রণাঙ্গন জুড়ে ইউক্রেনীয় সৈন্যরা গোলাবারুদের মারাত্মক অভাবের অভিযোগ করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আরটিলারি ইউনিট তাদের প্রয়োজনের মাত্র ১০ শতাংশ সরবরাহ নিয়ে লড়াই করছে। শেল বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে তারা তাদের ইউনিটগুলোকে শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার নির্দেশ দেয়।

তবে রণাঙ্গনে কমান্ডাররা বলেন, এই নীতি দিয়ে তাদের শত্রুপক্ষকে থামিয়ে দেয়া সম্ভব না, যাদের অনেক বেশি গোলাবারুদ সরবরাহ আছে। নতুন সামরিক সাহায্য ছাড়া আভডিভকার পতনের পুনরাবৃত্তি অন্য জায়গায় দেখা যাবে বলে উদ্বেগ এখন বাড়ছে।

অত্যন্ত সুরক্ষিত শহর থেকে ইউক্রেনীয় বাহিনী প্রত্যাহার করা গত বছরের বাখমুতের জন্য লড়াইয়ের পর রাশিয়ার জন্য সব চেয়ে বড় বিজয় নিয়ে এসেছে। এর ফলে, ক্রেমলিনের বাহিনী আরও পশ্চিমে অগ্রসর হতে পারবে, কম সুরক্ষিত ইউক্রেনীয় এলাকার আরও গভীরে। সামরিক ব্লগারদের মতে, আরও পূর্বে রেলওয়ে জাঙ্কশন পক্রভস্ক রাশিয়ার পরবর্তী লক্ষ্য হতে পারে।

রাশিয়ার সামরিক কর্মকর্তা এবং ব্লগাররা বলছে, আভডিভকা দখলের ফলে, রুশ দখলকৃত ডনেতস্ক শহরের উপর হুমকি কমিয়ে দিয়েছে।

''এই মুহূর্তে গোলাবারুদের ঘাটতি বেশ সিরিয়াস। আমাদের সব সময় প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় যে আরও আসছে, কিন্তু আমরা সেটা আসতে দেখি না,'' বললেন খরব্রাই, একটি আরটিলারি ইউনিটের কমান্ডার। তিনি বলেন, তাঁর ইউনিটের প্রয়োজনের মাত্র ৫-১০ শতাংশ গোলাবারুদ তাদের আছে। এই অবস্থা, তিনি বলেন, তাঁর বাহিনীর কার্যকরভাবে আক্রমণ করে হারানো এলাকা পুনরুদ্ধার করার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। আরও মারাত্মক, পদাতিক সৈন্যদের জন্য আরটিলারি সাপোর্ট না থাকায় আরও বেশি সৈন্য হতাহত হচ্ছে। এই রিপোর্টের জন্য যেসব অফিসারের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে তাদের সবার মত তিনিও নিরাপত্তার স্বার্থে শুধুমাত্র তাঁর প্রথম নাম ব্যবহার করার শর্তে কথা বলেছেন। ''যুদ্ধ করার মত অস্ত্র আমাদের নেই,'' বললেন ভ্যালেরি, যিনি একটি হাউইটযার ইউনিটকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যারা নেটো-ব্যবহৃত ১৫৫ মিলিমিটার শেল ব্যবহার করে। কোন রুশ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তাদের প্রতি ইউনিটের প্রতিদিন ১০০ থেকে ১২০টি শেল দরকার। আজ তাদের প্রয়োজনের ১০ শতাংশ রয়েছে, তিনি বলেন।

আভডিভকায় মোতায়েন ইউক্রেনীয় সৈন্যরা বলছে, শহরের পতনের আগে রাশিয়া গোলাবারুদের ঘাটতি কাজে লাগাতে তাদের কৌশল পরিবর্তন করে। সাঁজোয়া গাড়ির কলাম দিয়ে আক্রমণ না করে তারা পদাতিক সৈন্যর ছোট ছোট গ্রুপ পাঠিয়ে ইউক্রেন বাহিনীর সাথে আরও কাছ থেকে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এর ফলে, তাদেরকে আটকে রাখতে ইউক্রেন বাহিনীকে পাঁচ গুন বেশি গোলাবারুদ ব্যবহার করতে হয়েছে।'শত্রু বাহিনী আমাদের সক্ষমতা বুঝতে পারে এবং সেটা দিয়ে তারা সফল হতে পেরেছে,'' বললেন চাকলুন, ১১০ ব্রিগেডের একজন সৈন্য।

পঞ্চাশ শতাংশ ভরতুকি হিসাবে মুরগি সহ বিভিন্ন ধরনের গবাদি পশুর খামার তৈরি করার সহযোগিতা করা হবে

মালদা ঃ খামার চাষিদের গবাদিপশু পালনের ক্ষেত্রে ফার্ম তৈরি করার জন্য এগিয়ে এলো রাজ্য সরকারের প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর । এজন্য প্রাণিসম্পদ বিকাশ দফতরের পক্ষ থেকে কমপক্ষে পঞ্চাশ শতাংশ ভরতুকি হিসাবে মুরগি সহ বিভিন্ন ধরনের গবাদি পশুর খামার তৈরি করার সহযোগিতা করা হবে। শুক্রবার এবিষয়ে মালদা টাউন হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে এন্টারসিফ ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম (উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচী) গ্রহণ করা হলো। সেই কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রাণিসম্পদ দপ্তর সহ জেলা প্রশাসনের কর্তারা। এই কর্মসূচির মাধ্যমেই রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের যে সরাসরি সুবিধাগুলো তৈরি করা হয়েছে তাও খামার চাষীদের জানিয়ে দেওয়া হয়।
এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক ড. উৎপল কুমার কর্মকার জানিয়েছেন, মুরগি থেকে শুরু করে ছাগল, গরুর বিভিন্ন ধরনের গবাদি পশু ফার্ম তৈরির ক্ষেত্রে প্রাণী সম্পদ দপ্তরের যে আর্থিক ভর্তুকি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে সে বিষয়ে মূলত এদিন এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে । নূন্যতম ২০ লক্ষ্য থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা পর্যন্ত খামার চাষিদের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদি কোন গবাদিপশু পালনের ক্ষেত্রে খামার চাষিরা ১ কোটি টাকার লোনের আবেদন করেন, সেক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ ভর্তুকি দিয়ে এই ব্যবসায় আগ্রহ বাড়ানো হবে। এরকম বিভিন্ন ধরনের পশু পালনের ফার্ম তৈরি করার ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে রাজ্য সরকারের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুরুর দিন থেকে বিনামূল্যে অটো পরিষেবা দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ালেন জয়নগর থানা এলাকার সরবেড়িয়ার এক বাসিন্দা চিরঞ্জিত সাহা অটো চালক

মালদা ঃ প্রথম দিন থেকেই তিনি এই পরিষেবা দিতে শুরু করেছে। পেশায় তিনি একজন অটো চালক। তিনি নিজে আর্থিক সমস্যার কারণে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারিনি। তাই আজ যাতে কোনও পরীক্ষার্থী টাকার অভাবে বা সময়ের অভাবে পরীক্ষা দিতে যেতে অসুবিধায় না পড়ে, তাই আমি এই পরিকল্পনা নিয়েছি। আজ থেকে যতদিন এই মাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে, ততদিন বিনামূল্যে তাদের পরীক্ষা সেন্টারে পৌঁছে দিচ্ছে। সকাল ৭ টা থেকে দুপুর ৩ টে পর্যন্ত এই পরিষেবা দিচ্ছে ওই অটো চালক। নির্দিষ্ট কোনও ছাত্র বা ছাত্রী নয়, সকল পরীক্ষার্থীদের জন্যই এই পরিষেবা দেওয়া হবে।
অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে চিরঞ্জিত। তিনি সরবেড়িয়া টিএস সনাতন বিদ্যালয়ে তিনি পড়াশোনা করেছেন। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে এর বেশি তিনি আর পড়াশোনা করতে পারেনি। বাড়িতে রোজগার করার মতো তিনি ছাড়া আর কেও নেই। বাড়িতে বাবা মা, স্ত্রী ও এক ছেলে রয়েছে। আর্থিক অনটনের মধ্যেও মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য এই পরিষেবা তিনি দিয়ে আসছে এবং আগামী দিনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদেরও বিনা মূল্যে অটোর পরিষেবা দেবেন তিনি এমনটাই জানিয়েছেন তিনি।
এ প্রসঙ্গে এলাকার শুভবুদ্ধি মানুষ থেকে শুরু করে সমস্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার অভিভাবকরা এই অটোচালককে এই উদ্যোগ নেয়ার জন্য তাকে সাধুবাদ জানিয়েছে।

গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু লেপার্ট ক্যাটের...

চানমাড়ি ঃ গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল একটি লেপার্ট ক্যাটের। মাল ব্লকের বাগ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের চানমাড়ি এলাকার ৭০ নাম্বার জাতীয় সড়কে বুধবার রাতে এই লেপার্ট ক্যাটের মৃতদেহ উদ্ধার করে নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার সোসাইটির সদস্যরা।
ওদলাবাড়ি সেচ্ছাসেবি সংগঠন নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার সোসাইটির মুখপাত্র নফসর আলী বলেন বুধবার রাতে চানমাড়ি এলাকায় ৭০ নাম্বার জাতীয় সড়কে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় এই লেপার্ট ক্যাটের। এরপর মালবাজার ওয়াইল্ড লাইফের বন কর্মিদের খবর দেওয়া হয়। বন কর্মিরা এসে মৃত লেপার্ট ক্যাটের মৃতদেহ লাটাগুড়ির এন আই সি তে নিয়ে যায়। সেখানে ময়না তদন্ত হবে। পরিবেশ প্রেমীদের বক্তব্য দ্রুত গতীতে গাড়ি চলাচলের কারনেই এই লেপার্ট ক্যাটের মৃত্যু হয়েছে। কারন লেপার্ট ক্যাটটি বাগ্রাকোট চাবাগান থেকে বের হয়ে ৭০ নাম্বার জাতীয় সড়ক পার করে রাস্তার অন্য প্রান্তে যাবার সময় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় লেপার্ট ক্যাটের।

বিধানসভায় পেশ করা হয় রাজ্য বাজেট

কলকাতাঃ ভোটের আগে আজ বিধানসভায় পেশ করা হয় রাজ্য বাজেট। এদিন বিধানসভায় বাজেট পেশ করেন অর্থপ্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। আজকের পেশ হওয়া বাজেট প্রস্তাব থেকেই আগামী এক বছরের উন্নয়নের অভিমুখ ঠিক করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী। এদিন অর্থপ্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়ে দেন, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ভাতা ৫০০ থেকে বেড়ে ১০০০। জনজাতি মহিলাদের জন্য ভাতা হাজার থেকে বেড়ে ১২০০।' ভোটের মুখে রাজ্য বাজেটে প্রায় দ্বিগুণ বাড়ল লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা। '২ কোটি ১১ লক্ষ মা'বোনেরা' এতে উপকৃত হবেন বলে জানান হয়েছে বাজেটে। আরও ৪ ডিএ, কেন্দ্রের সঙ্গে ফারাক এখনও ৩২ শতাংশ চলতি বছরের মে মাস থেকে কার্যকর হবে নতুন হারে মহার্ঘ ভাতা সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ, গ্রিন পুলিশের ভাতা বাড়ল হাজার টাকা বছরে ৫০ দিনের কাজ, সরকার নতুন প্রকল্প 'কর্মশ্রী' চলতি বছরের মে মাস থেকে কার্যকর হবে নতুন প্রকল্প 'কর্মশ্রী'। কেন্দ্রের মনরেগা প্রকল্পে ১০০ দিনের কাজের পাল্টা ঘোষণা করল রাজ্য। বৃহস্পতিবার রাজ্যের বাজেট পেশের সময় বিধানসভায় রাজ্য অর্থ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ঘোষণা করেন, রাজ্যে কর্মশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০ দিনের শ্রমদিবস তৈরি করা হবে। আগামী মে মাস থেকে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করা হবে।এর আগেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন ১০০ দিনের কাজ করেও রাজ্যের যে শ্রমিকদের কেন্দ্র তাঁদের মজুরি থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে তাঁদের টাকা দেবে রাজ্য সরকার। তিনি ঘোষণা করেছিলেন এই ২১ লক্ষ শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এই টাকা আগামী ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পৌঁছে দেওয়া হবে। এদিন বাজেট পেশের সময় চন্দ্রিমা জানান, এর জন্য ৩৭০০ কোটি টাকা রাজ্যের কোষাগার থেকে খরচ হবে। বাজেট পেশের সময় রাজ্যের অর্থ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা বলতেই তুমুল হট্টগোল শুরু করেন বিজেপি বিধায়করা। হইচই এমন জায়গায় পৌঁছে যায় যে অর্থমন্ত্রীকে বাজেট পেশ বন্ধ করে দিয়ে বসে পড়তে হয়। চিৎকার চেঁচামেচি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে কে কী বলছেন তা ভাল করে শোনা যাচ্ছিল না। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বিরোধী বিধায়কদের সংযত হয়ে বসে পড়তে অনুরোধ করেন। কিন্তু কাজ হয়নি। এরপরেই নিজের আসন ছেড়ে উঠে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। বিরোধীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, এটা বিধানসভা। দিল্লির বিজেপি পার্টি অফিস নয়। বাজেট নিয়ে যখন বিতর্ক হবে তখন তাঁরা বলতেই পারেন। দৃশ্যতই ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, লোকসভায় ১৪৭ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। আমরা সেপথে হাঁটতে চাই না। বিজেপি সদস্যদের উদ্দেশ্যে মমতা বলে ওঠেন, আপনারা বাংলা বিরোধী। বাংলার ভাল চায় না বিজেপি। অধ্যক্ষ বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডলকে সতর্ক করেন। ফের আরও একবার গোলমাল শুরু হলে মমতা বিজেপি বিধায়কদের উদ্দেশ্যে বলেন, বাজেট পেশ করতে না দিলে সাংবাদিক বৈঠক করতে দেব না।বৃহস্পতিবার পেশ হচ্ছে রাজ্য বাজেট। পেশ করছেন রাজ্যের অর্থ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার নজর ছিল রাজ্যের বাজেটের দিকে। রাজ্য সঙ্গীত দিয়ে দুপুর ৩টার সময় বাজেট পেশ শুরু হয়। বাংলায় বেকারত্বের হার, জাতীয় হারের থেকে ৩ শতাংশ কম। দরিদ্র সীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা কমেছে। লোকসভা ভোটের আগে বাড়ল লক্ষ্মীর ভান্ডারের ভাতা। ৫০০ থেকে ভাতা বেড়ে হল ১০০০। জনজাতি মহিলাদের জন্য ভাতা বেড়ে ১০০০ থেকে হল ১২০০।
রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ বাড়ল ৪ শতাংশ। মে মাস থেকে কার্যকরী হবে নতুন মহার্ঘ ভাতা। ১০০ দিনের কাজে বকেয়া বাবদ ৩৭০০ কোটি বরাদ্দ করল রাজ্য সরকার। সরকারের নতুন প্রকল্প কর্মশ্রী, বছরে ৫০ দিনের কাজ। শুরু মে মাস থেকে ভাতা বাড়ল সিভিক, ভিলেজ, গ্রিণ পুলিশের মৎস্যজীবীদের জন্য সমুদ্রসাথী প্রকল্পের ঘোষণা। বরাদ্দ ২০০ কোটি। উপকৃত হবেন প্রায় ২ লক্ষ মৎস্যজীবীদের। অর্থ বরাদ্দ পথশ্রী প্রকল্পে। সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য রাজ্যের বরাদ্দ ৫.৫৩৯.৬৫ কোটি টাকা। যুবক সম্প্রদায়ের জন্য একগুচ্ছ প্রকল্পের ঘোষণা। কারিগর, তাঁতিদের জন্য বিশেষ প্রকল্পের ঘোষণা। তরুণের স্বপ্ন প্রকল্প একাদশ শ্রেণি থেকে শুরু করার প্রস্তাব। কুক কাম হেল্পারদের ভাতা বাড়ল ৫০০ টাকা। মুসলিম-শিখ-জৈন-পারসি-খ্রিস্টানদের সংস্কৃতি কেন্দ্র তৈরিতে ২০ কোটি বরাদ্দের প্রস্তাব মুড়ি গঙ্গা থেকে কচুবেড়িয়া, তৈরি হবে গঙ্গাসাগর সেতু। নিউটাউনে হবে চার লেনের ৭ কিলোমিটার দীর্ঘ উড়ালপুল, বরাদ্দ ৭২৮ কোটি।
মানুষের কাছে সরকারি সুবিধা পৌঁছে দিতে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানে উদ্যোগ রাজ্য পুলিশে যুক্ত হওয়ার কোটা ১০ থেকে বাড়িয়ে ২০ শতাংশ। বাড়ল গ্রুপ সি কর্মীদের মাসিক পারিশ্রমিক। রাজ্যে তৈরি হবে নতুন ৪টি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র।

শিলিগুড়িতে গ্রেফতার 'ঘড়ি চোর'

শিলিগুড়ি ঃ বাড়িতে ঢুকে দামী দামী ঘড়ি, টাকা চুরি। বিক্রির আগে ঘড়িগুলি সমেত এক যুবককে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। গত ২ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি থানা এলাকার সুভাষপল্লীতে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। এরপরই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। বুধবার কয়লা ডিপো এলাকা থেকে সৌরভ দাস নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃত যুবক রাঙাপানি এলাকার বাসিন্দা। ধৃতের কাছ থেকে বেশকিছু দামী ঘড়ি পাওয়া যায়। কয়লা ডিপো এলাকায় দামী ঘড়িগুলি বিক্রি করতে এসেছিল ওই যুবক। খবর পেয়েই পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচার রুখে দিল বনকর্মীরা

জলপাইগুড়ি ঃ ফের বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচার রুখে দিল বনকর্মীরা। প্যাঙ্গলিনের আঁস সহ চামড়া উদ্ধার করল বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের আমবাড়ি রেঞ্জের বনকর্মীরা। পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার এক পাচারকারী। ধৃত পাচারকারীকে আজ জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুলবে বনদপ্তর। বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, গোপন সুত্রে খবর ছিল বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচারকারীর কাছে প্যাঙ্গোলিনের আঁস আছে।এবং সে এই দেহাংশ পাচারের চেস্টা করছে।বেস কিছুদিন ধরেই প্যাঙ্গলিনের আঁস মজুত রাখা ছিল। সেই খবরের ভিত্তিতে আমবাড়ি ফালাকাটা রেঞ্জ অফিসের রেঞ্জার আলমগীর হক তার টিম নিয়ে ক্রেতা সেজে ডুয়ার্সের ওদলাবাড়িতে ঘাটি গেরে বসে ছিলেন। বুধবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত ওত পেতে বসে বিসে সাফল্য আসে রাতে। তিন ব্যক্তি বাইক নিয়ে এসে ব্যাগ থেকে প্যাঙ্গলিনের আঁস বের করতেই হাতে নাতে ধরে ফেলে বনদপ্তরের কর্মীরা। বাকি দুজন পাচারকারী পালিয়ে যায়। তার পর সেই বন্য পাচারকারীকে রেঞ্জ অফিসে নিয়ে এসে জিজ্ঞেসাবাদ করার পর জানা যায় বন্য প্রানীর দেহাংশ পাচারের সাথে যুক্ত দীর্ঘদিন থেকে।এই পাচারকারীর সাথে আরো কেউ যুক্ত রয়েছে কি না তা ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে।পাশাপাশি বাকি দুই পালিয়ে যাওয়া পাচারকারীর উদ্যেশ্যে তল্লাশি চলছে।
এই বিষয়ে বৈকুন্ঠপুর বনবিভাগের আমবাড়ি ফালাকাটা রেঞ্জ অফিসার আলমগীর হক জানান, আমাদের কাছে বেশ কিছু দিন ধরে খবর আসছিল ডুয়ার্সের এক বাসিন্দা বন্যপ্রাণী দেহাংশ পাচারের সাথে যুক্ত রয়েছে। গতকাল রাতে ক্রেতা সেজে তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলা হয়েছে। পাচারের কাছে ব্যবহৃত একটি মোটর বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । বাইকে করে এসেছিল সেই পাচারকারীরা। আগেই প্যাঙ্গলিনের আঁস দু লক্ষ টাকায় বিক্রি করার ছক ছিল এই পাচারকারীদের। আঁস ভর্তি ব্যাগ নিয়ে আসার পরেই ধরে ফেলা হয়। তদন্তের স্বার্থে ধৃতের নাম গোপন করা হয়েছে।তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা বাকিদের খোঁজ চালাচ্ছি। এর সাথে আরও লোক যুক্ত আছে বলে আমাদের আশঙ্কা ।ধৃতকে আজ জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে।

অঙ্ক পরীক্ষায় প্রশ্ন কঠিন, কেঁদে ভাসালো মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা

জলপাইগুড়ি ঃ 'অঙ্ক পরীক্ষায় প্রশ্ন কঠিন', ফেলের আশঙ্কায় কান্নায় গড়াগড়ি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের। বৃহস্পতিবার পরীক্ষা শেষে এই দৃশ্য দেখা গেলো জলপাইগুড়ির বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে।মাধ্যমিকে এবছরের অঙ্কের প্রশ্ন সাংঘাতিক কঠিন হয়েছে বলে দাবি পরীক্ষার্থীদের। পরীক্ষা হল থেকে বেরিয়ে রীতিমতো কান্নায় ভেঙে পড়েন পরীক্ষার্থীরা। এমনই অবস্থা মাধ্যমিকে ফেল করার ভয়ে রীতিমতো কাঁদতে থাকেন পড়ুয়ারা। মাধ্যমিকের আজ বৃহস্পতিবার ছিল অঙ্ক পরীক্ষা। জীবনের প্রথম পরীক্ষার ষষ্ঠ দিনে অঙ্ক প্রশ্ন পত্র ভীষণ কঠিন হয়েছে।অনেকেই সঠিকভাবে পুরো উত্তর দিতেও পারেনি।

হঠাৎই ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে ওষুধের দোকানে হানা মহকুমা প্রশাসনের

উত্তর দিনাজপুর ঃ হঠাৎই ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে ওষুধের দোকানে হানা মহকুমা প্রশাসনের। সিল করলো দুটি দোকান। অন্যদিকে মহকুমা প্রশাসনের এমন আচরণে ক্ষুব্ধ ওষুধ ব্যবসায়ীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে হঠাৎ ইসলামপুর মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকরা হানা দেয়।এরপর পরপর দুটি দোকান সিল করে দেয় মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকরা। তবে কি কারণে দোকান সিল করলো প্রশাসনের আধিকারিকরা তা বুঝে উঠতে পারছেন না ব্যবসায়ীরা। ওষুধ ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে বলা দোকানে ডিসপ্লে টাঙানো নেই কেন একথা বলে দোকান সিল করে দেওয়া হয়। যদিও ওষুধ ব্যবসায়ীদের দাবি সমস্ত রকম কাগজ পত্র থাকা সত্যেও দোকান সিল করে দেওয়া হয়। এমনকি সময় পর্যন্ত দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীদের।এতে ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা।

কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি হচ্ছে প্রথম ডিজিটাল লাইব্রেরী হাব

কোচবিহার ঃ আইআইটি খড়গপুরের ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরী অফ ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ডিজিটাল লাইব্রেরী হাব তৈরি হচ্ছে।বৃহস্পতিবার থেকে কোচবিহার রবীন্দ্রভবনে খড়গপুর ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরী অফ ইন্ডিয়া ও ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরী অফ ইন্ডিয়ার তত্বাবধানে এবং আইআইটি খড়গপুর ও কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে ডিজিটাল লাইব্রেরী হাফ নিয়ে বিশেষ সেমিনারের শুভ সূচনা হয়। আজ ও আগামীকাল শুক্রবার দুদিন ব্যাপী এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ নিখিলেশ চন্দ্র রায়, রেজিষ্টার ডক্টর আব্দুল কাদের স্যাফলি, প্রধান অতিথি চেয়ারম্যান সেন্ট্রাল লাইব্রেরী আইআইটি খড়্গাপুর অফিসার কেপি সিনহা মহাপাত্র , সম্মানিত অতিথি লাইব্রেরিয়ান সেন্ট্রাল লাইব্রেরী আইআইটি খড়গপুর ডঃ বি সূত্রধর , সভাপতি প্রদীপ কুমার কর সহ অন্যান্যরা।

তৃণমূল কংগ্রেসে বড়সড় আবারো ভাঙ্গন ধরালো বিজেপি

মালদা ঃ আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেসে বড়সড় আবারো ভাঙ্গন ধরালো বিজেপি। বৃহস্পতিবার গাজোল ব্লকে ১৫০ জন টোটো চালক তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করলেন।
দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গাজোলের আলমপুর শিবাজি নগর তৃণমূল কংগ্রেসের টোটো ইউনিয়ন থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা ধরে যোগদান করেন । গাজোল বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় বিশ্বাস ও বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মনের নেতৃত্বে এই যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
এদিকে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের গাজোল ব্লক শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি অরবিন্দ ঘোষ জানিয়েছেন, আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে বিরোধীদল মিথ্যা অপপ্রচার করছে। তৃণমূল কংগ্রেসের অটো ইউনিয়ন দলকে ভাঙার চেষ্টা করা হচ্ছে । তাদের দলের কোন কর্মী বিজেপিতে যোগদান করেননি।
গাজোলের বিজেপি দলের বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন জানিয়েছেন, এদিন তৃণমূল ছেড়ে ১৫০ জনেরও বেশি টোটো ইউনিয়নের কর্মীরা বিজেপিতে যোগদান করেছে।

বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহির

পাঁশকুড়াঃ পাঁশকুড়ার মেচোগ্রামে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহির। জানা যায় পাঁশকুড়া থেকে কোলসরের দিকে যাচ্ছিল বাইকটি, মেচোগ্রাম বাস স্ট্যান্ড পেরিয়েই কিছুটা দূরে জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরির পেছনে ধাক্কা মারে দ্রুতগতিতে থাকা বাইকটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক বাইক আরোহীর, এই ঘটনায় ওই বাইক আরোহীর সঙ্গে থাকা আরও একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায়, পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়,পরে
তাঁকে তমলুক জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনাস্থলে পাঁশকুড়া থানার পুলিশ গিয়ে বাইকটি উদ্ধার করে। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে মৃত যুবকের পরিবারে। জানা মৃত যুবকের নাম কৌশিক মাইতি, এবং আহত যুবকের নাম রাজু মাইতি, দুজনের বাড়ি কোলসরে।
,হাওড়া ও কলকাতাতে সোনার শোরুমে কাজ করে, আজ সকালেই বাড়ি এসেছিল কৌশিক, বিকেলে পাড়ার এক ভাইকে সঙ্গে নিয়ে পাঁশকুড়া গিয়েছিল ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা

বর্ধমান জেলার জেলাশাসক হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন বিধানচন্দ্র রায়

বর্ধমানঃ গত ৩১ জানুয়ারি বদলি করা হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসক পুনেন্দু মাঝিকে। বীরভূম জেলার জেলা শাসক করা হয় তাকে এবং বীরভূম জেলার জেলাশাসক বিধানচন্দ্র রায়কে করা হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসক।সেই মত বুধবার সন্ধ্যায় পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসক হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন বিধানচন্দ্র রায়। দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর মুখোমুখি হয়ে নতুন জেলা শাসক বিধানচন্দ্র রায় বলেন, পূর্ব বর্ধমান জেলার সকল জেলা বাসিকে এবং আমার সমস্ত অফিস কলিকদের আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। সকলেই ভাল থাকুন সুস্থ থাকুন। পাশাপাশি কাজের মাধ্যমে আমি সকলের সাথে পরিচিত হবো। সামনে লোকসভা নির্বাচন সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দেওয়া হবে। পাশাপাশি জনসংযোগ যাত্রা চলছে গোটা রাজ্যজুড়ে সেটার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেব আমরা।

ঝাঁটা নিয়ে দীঘায় মিছিল ও থানা ঘেরাও করলেন বিজেপি যুব মোর্চার পক্ষ থেকে

দিঘা ঃ দিঘা ধর্ষণ কান্ডের দোষীদের অবিলম্বে শাস্তি দিতে হবে। এই দাবি নিয়ে ঝাঁটা নিয়ে দীঘায় মিছিল ও থানা ঘেরাও করলেন বিজেপি যুব মোর্চার পক্ষ থেকে। মিছিলে পা মেলান পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।
প্রসঙ্গত, রবিবার এক পর্যটককে সস্তায় হোটেল পাইয়ে দেওয়ার নামে, ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। যুবতীর পুরুষ বন্ধুকে গাছের সঙ্গে বেঁধে, তাঁর সামনেই যুবতীকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কিন্তু, সৈকত সুন্দরী দিঘায় এমন নারকীয় ঘটনাকে কেন্দ্র আতঙ্ক দানা বাঁধতে শুরু করেছে পর্যটকদের মনে। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়ে। এসবের মধ্যেই এবার ঝাটা হাতে পথে নামলে বিজেপি।

৫০টি গরু বোঝাই করে পাচার করার সময় স্থানীয় গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে একটি ট্রাক

জামালপুর ঃ নির্মম ও অমানবিক ভাবে প্রায় ৫০টি গরু বোঝাই করে পাচার করার সময় স্থানীয় গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে একটি ট্রাক। এই ঘটনায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয় পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার আঝাপুর এলাকায় ১৯নম্বর জাতীয় সড়কের নিচে। আঝাপুর পুলিশ ফাঁড়ির অদূরে জাতীয় সড়কের নিচে একটি গাড়ি থেকে আরেকটি গাড়িতে গরু গুলোকে তোলা হচ্ছিল। সেই সময় স্থানীয় গ্রামবাসীদের সন্দেহ হওয়ায় তারা গাড়িটিকে আটক করে । সেইসময় গাড়ির চালক পালিয়ে যায় । স্থানীয়দের অভিযোগ, জাতীয় সড়ক দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ভিন রাজ্য থেকে গরু পাচারের কাজ চলছে। মাঝে মধ্যে পুলিশের জালে কিছু গাড়ি ধরা পড়লেও বেশিরভাগ সময়ই পাচারকারীরা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায়। এদিন গরু বোঝাই গাড়ি ধরা পড়ার পরই জামালপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কয়লা বোঝাই অটো উল্টে একজন জখম

আলিপুরদুয়ারঃ ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার জাতীয় সড়কের ওপর ফালাকাটা কৃষক বাজারের পাশে এটি কয়লা বোঝাই অটো উল্টে পড়ল পাশের বুঝ নাই নদীতে, খবর পেয়ে ঘটনা চলে যায় ফালাকাটা থানার পুলিশ, গাড়ির মধ্যে গাড়ি চালক ও সহকারি কর্মী উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে একজন জখম হলে তাকে ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

মানুষের মল দিয়ে জ্বালানি

কেনিয়াঃ কেনিয়ার এক কোম্পানি মানুষের মল ব্যবহার করে ব্রিকেট তৈরি করছে। সেই প্রকল্পের আওতায় স্যানিটেশন, পরিবেশ দূষণের মতো সমস্যাও মোকাবিলা করা হচ্ছে।

আমরা জানি, পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ মোটেই অফুরন্ত নয়। সব ক্ষেত্রেই কি সেটা সত্য? যতদিন মানুষের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন একটি সম্পদ কখনোই ফুরিয়ে যাবে না। সেটা হলো মল। স্যানিভেশন নামে কেনিয়ার এক কোম্পানি মানুষের মল প্রক্রিয়াকরণ ও পুনর্ব্যবহারের কাজে হাত পাকিয়েছে। উচ্চ তাপমাত্রায় ক্ষতিকারক প্যাথোজেন সরিয়ে ফেলার পর সেই কাচামাল ব্রিকেট বা কাঠকয়লায় রূপান্তরিত করা হয়। কোম্পানির প্রতিনিধি ডেক্সটার গিকাস বলেন, ''প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমরা সব সময়ে কৌতূহল দেখতে পাই। আসলে আগে সম্ভব মনে হয়নি, এমন আইডিয়ার মুখোমুখি হলে তখন বোঝা যায়, সেটা শুধু সম্ভবই নয়, তা থেকে মুনাফাও করা যায়। কিছু মূল্য সৃষ্টি করা যায়, কিছুটা উদ্ধার করা যায় এবং বর্জ্য থেকে আয় করা যায়।''

নাইরোবি থেকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার দূরে নাইভাশায় এই কোম্পানি সক্রিয়। ট্রাক চালকরা আশেপাশের জনপদে গিয়ে বাসার বাথরুম থেকে মল সংগ্রহ করেন। সেখানকার পয়ঃপ্রণালী এখনো শুধু আংশিকভাবে উন্নত হওয়ায় উদ্ধার না করলে সেই বর্জ্য পানি মাটির নীচে চলে যেতো। জন কারিউকি ভ্যাকুয়াম ট্রাক অপারেটর হিসেবে প্রায় তিন বছর ধরে সেখানে কাজ করছেন এবং সেই প্রক্রিয়া তাকে মুগ্ধ করছে। নিজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলেন, ''প্রথমে মনে হয়েছিল কাজটা বেশ খারাপ হবে। হয়তো স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম যে এই প্রক্রিয়ায় কোনো ধোঁয়া সৃষ্টি হয় না। ক্ষতিকারক গ্যাসও বের হয় না। কাঠকয়লার মধ্যে কার্বন মোনোক্সাইড থাকে। কিন্তু এই ব্রিকেটের মধ্যে তা নেই।'' প্রতি মাসে ১২টি ট্রাক বোঝাই কাদার আকারের মল সংগ্রহ করা হয়। প্রত্যেকটি ট্রাকে প্রায় ২০ হাজার লিটার তরল থাকে। কোম্পানি বেশিরভাগ বাথরুম তৈরি করে দিয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে সেই বিনিয়োগের সুফল ভোগ করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এখনো পর্যন্ত স্যানিভেশনের প্রকল্প ভালোভাবে চলছে। স্থানীয় মানুষও সন্তুষ্ট। প্লাস্টিকসহ সব রকমের বর্জ্য পয়ঃপ্রণালীতে গিয়ে পড়ে। কিন্তু সংগৃহিত কাদায় সে সব আলাদা করা হয়। ডেক্সটার গিকাস বলেন, ''আমরা মানুষকে নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার সুবিধা দিচ্ছি। যে বর্জ্য রোগব্যাধী সৃষ্টি করতো এবং পরিবেশ দূষণ করতো, আমরা তা সরিয়ে দিচ্ছি। আমরা জনপদে কাজ করছি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান করছি।''

এই কোম্পানি পরোক্ষভাবে প্রায় একশো মানুষের কর্মসংস্থান সম্ভব করেছে। সরাসরি ৫৬ জন কোম্পানির কর্মী হিসেবে কাজ করেন। গোটা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁরা সক্রিয়। সবার আগে তরল ও কঠিন আলাদা করা হয়। তারপর তরল পদার্থ জেলার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্টে নিয়ে যাওয়া হয়। কঠিন পদার্থ বেশ কয়েকশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়। তারপর সেটি প্রক্রিয়াজাত করে জৈব পদার্থের সঙ্গে মেশানো হয়। চূড়ান্ত ব্রিকেটে পাঁচ থেকে তিরিশ শতাংশ শুকানো মল থাকে। এই কোম্পানি মাসে প্রায় ১০০ টন মলযুক্ত ব্রিকেট তৈরি করে। জন কারিউকির মতে, রান্নাসহ নানা কাজে এই ব্রিকেট ব্যবহারের অনেক সুবিধা রয়েছে। তিনি বলেন, ''এটি আরো কার্যকর, অনেক বেশি টেকসই এবং এতে খাবার ভালোভাবে রান্না করা যায়। জ্বালানি হিসেবে এটির আরো ব্যবহার রয়েছে। চারকোলের অনেক ক্ষতিকারক প্রভাব ছিলো, এমনকি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু ব্রিকেট পরিষ্কারভাবে ব্যবহার করা যায়। কোনো ক্ষতিকারক নির্গমন ঘটে না।'' একটি ক্যাফের মতো নাইভাশার কিছু রেস্তোরাঁও সেই ব্রিকেট ব্যবহার করছে। আগে সেখানে পাথরের চুলায় লাকড়ি ব্যবহার করা হতো। কিন্তু সেগুলির দাম আরো বেশি ছিলো। বর্ষার মরসুমে লাকড়ি পাওয়াও কঠিন হতো।

মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন আমতা সুপার স্পেশালিটি হসপিটালের

কলকাতা ঃ বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাওড়া সফর। সুত্রের খবর হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে আসবেন তিনি। এদিন কয়েকটি কাজের উদ্বোধন ও করবেন তিনি। জানা গিয়েছে এদিন ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন আমতা সুপার স্পেশালিটি হসপিটালের। উল্লেখ্য আমতা গ্রামীণ হাসপাতালের হাল ফেরাতে রাজ্যে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর কার্যত শপথ নিয়েছেন উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডাক্তার নির্মল মাজি।মূলত তাঁরই চেষ্টায় আমূল উন্নতি ঘটে এই হাসপাতালের। এখন এই হাসপাতালের বেড সংখ্যা ১২০ থেকে বেড়ে হল মোট ৩৬০। এদিন ২৪০ বেডের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই হাসপাতাল থেকে সব ধরনের চিকিৎসা পাওয়া যাবে। এতদিন কলকাতা যেতে হতো বিভিন্ন রোগের অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা পেতে।এই হাসপাতাল চালু হলে আর তা হবে না। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস করতে হাওড়ায় আসছেন। এদিন তিনি সাঁতরাগাছি বাস স্ট্যান্ড থেকে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের জন্য একাধিক সরকারি বাস উদ্বোধনের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সরকারি পরিষেবার উদ্বোধন করবেন। এই উপলক্ষে শেষ মহুর্তের প্রস্তুতি চলছে সাঁতরাগাছি বাসস্ট্যান্ডে মঞ্চ এবং শেড তৈরির । নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে পুলিশের পদস্থ কর্তারা ঘটনাস্থলে যান । স্নিফার ডগ দিয়ে তন্ন তন্ন করে মঞ্চ এবং তার আশপাশ এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন পরিষেবা ঘোষণার পাশাপাশি হাওড়ার জন্যও নানা প্রকল্প ঘোষণা করতে পারেন।

একইদিনে রাস্তার কুকুরের কামড়ে জখম ১৬ জন। ঘটনাটি ঘটে জগত্বল্লভপুরের বেলেপ্রতাপপুর এলাকায়। এই ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা

জগত্বল্লভপুর ঃ স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকার একটি রাস্তার কুকুর গত কয়েকদিন ধরে স্থানীয় বাসিন্দাদের কামড়াচ্ছে। এদিন কুকুরটা ১৬ জনকে কামড়েছে বলে জানিয়েছেন আহতরা। স্থানীয় গ্রামবাসীরা আহত ৮ জনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জগত্বল্লভপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাদের চিকিৎসক কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। এই ঘটনায় আতঙ্কে রয়েছেন এলাকাবাসী।

১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবতীর

গলসিঃ বর্ধমানের গলসিতে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবতীর। মৃতের নাম নাদিয়া মল্লিক (২১ বছর)। তিনি শক্তিগড় থানার মাঝের পাড়া গ্রামের বাসিন্দা। মৃত ওই যুবতী একটি বেসরকারী ফাইনান্স সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। এদিন সেই কাজে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। মর্মান্তিক ওই দুর্ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহ তুলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এদিন তিনি দুইচাকা গাড়ি নিয়ে গলিগ্রামের কাছে একটি প্রেট্রল পাম্পে ঢুকেছিলেন। সেখান থেকে বেড়িয়ে জাতীয় সড়ক ধরে তিলডাঁঙা গ্রামে তার অফিসের কাজে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় উঠে কয়েক মিটার যেতেই পিছন থেকে একটি গাড়ি তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। ঘটনায় তার মাথায় উপর দিকে গাড়ির চাকা চলে যায়। এরফলেই ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর পদক্ষেপ প্রশাসনের

বনগাঁ ঃ বছরের শুরু তে বনগাঁ ছয়ঘরিয়া এলাকার যশোর রোডে ট্রাকের চাকায় পিষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হয়েছিল এক গৃহবধুর। আহত হয়েছিল তার স্বামী। ছেলে কে স্কুলে দিয়ে বাড়ি ফিরছিল দম্পতি। সে সময় ঘটে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। এরপর পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ জানিয়েছিলেন বাসিন্দারা। সম্প্রতি সময়ে বনগাঁ শহর সহ যশোর রোডে বেশ কয়েক জায়গায় দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটে চলেছে । এবার দূর্ঘ্যটনা কমাতে পদক্ষেপ করল প্রশাসন । পেট্রাপোল থানার ছয়ঘরিয়া এলাকায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে বসানো হল স্পিড ব্রেকার। পুলিশ প্রশাসনের এই উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ।

ব্যাজেটের আগেরদিন হাওড়াতে মিনি ব্যাজেট পেশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা ঃ রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের মোট ৭৪ টি প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়। যার অর্থ মূল্য ২৫২ কোটি টাকার অধিক। জলপথ পরিবহনের ২৮ টি প্রকল্পের মধ্যে নতুন জেটি ও ভেসেল রয়েছে। ৫৭ টি নতুন বাস চালু করা হল। এই বাবদ ২৩ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। সড়ক উন্নয়নের জন্য ১৪ টি প্রকল্প যার মধ্যে বাস টার্মিনাস, যাত্রী প্রতিক্ষালয় সহ ২৩ কোটি টাকার বেশি খরচ করা হবে। হাওড়া সদরে নতুন দমকল কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য জেলার জন্যও কয়েকটি প্রকল্প চালু করার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। বুধবারের সভা থেকে দেড় লক্ষ মানুষ পরিষেবা পাওয়ার কথা জানান মমতা। এর আগে উত্তরবঙ্গ থেকে বারো লক্ষ মানুষের পরিষেবা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। বুধবার প্রায় সাতশো কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশপাশি হাওড়ার বিভিন্ন শিল্প পার্কের সব স্টেশন সহ কর্মসংস্থান নিয়েও দাবি করে বলেন, রাজ্যের সরকার বহু কর্মসংস্থান তৈরি করেছে, আর আগামীদিনে আরো লক্ষাধিক কর্মসংস্থান এই হাওড়ার বাণিজ্য পার্কগুলোতে হবে। এছাড়াও হাওড়া সদর হাসপাতাল ও আমতা হাসপাতাল সহ সাঁকরাইলের হাজী এসটি প্রাথমিক কেন্দ্রের উন্নয়নের জন্য সভা থেকে অর্থ বরাদ্দের ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও হাওড়ার বিভিন্ন প্রান্তের গুরুত্বপূর্ন রাজ্য সড়কের মেরামতির জন্য অর্থ বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশপাশি ১০০ দিনের কাজে কেন্দ্রীয় সরকার তিন বছর অর্থ বরাদ্দ না দেওয়ার সমালোচনা করে সেই টাকা রাজ্য সরকার দিতে শুরু করেছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী জানান। এছাড়াও সভামঞ্চ থেকে নতুন করে লক্ষীর ভান্ডার, সবুজসাথী সহ রাজ্যের একাধিক প্রকল্পে নতুন নাম সংযুক্তি ও অর্থ বরাদ্দের কথাও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন।

জিনিয়াস ফাউন্ডেশন এবং অ্যাসেনসিভ এডু স্কিল ফাউন্ডেশন ছৌ মুখোশ কারিগর উদ্যোক্তা প্রোগ্রাম সাফল্য উদযাপন করছে

কলকাতা - জিনিয়াস কনসালটেন্ট লিমিটেডের একটি অংশ, জিনিয়াস ফাউন্ডেশন ও অ্যাসেনসিভ এডু স্কিল ফাউন্ডেশনের সাথে মিলিত হয়ে ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে পুরুলিয়ার চরিদাতে ছৌ মুখোশ কারিগরের বাজার সংযোগ এবং উদ্যোক্তা বিকাশের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। কারিগরদের এইবারের গোড়ার উদ্যোক্তাদের বিকাশ করতে এবং একটি যৌথ ব্যবসা হিসাবে কাজ করার ধারণা জাগানোর জন্য এই প্রকল্পটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজার সংযোগের বিকাশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। কর্মসূচিকে বাস্তবায়নের জন্য জিনিয়াস ফাউন্ডেশন, অ্যাসেনসিভ এডু স্কিল ফাউন্ডেশনকে তহবিল প্রদান করে। গত এক বছরে, অ্যাসেনসিভ এডু স্কিল ফাউন্ডেশন, প্রায় ২০০ জন ছৌ মুখোশ কারিগরকে বাজার সংযোগ এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। অ্যাসেনসিভ এডু স্কিল ফাউন্ডেশন ফ্লিপকার্টের মতো ইকমার্স প্ল্যাটফর্মে আধুনিক প্যাকেজিং টেকনিক এবং অনবোর্ডিংএর উপর কর্মশালা সহ বেশ কয়েকটি কর্মশালার আয়োজন করেছিল। বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকদের একটি দল পুরো প্রশিক্ষণটি প্রদান করেছিল। প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পরে, প্রতিটি কারিগর বাঘমুন্ডির ব্লক উন্নয়ন আধিকারির (বিডিও) উপস্থিতিতে শংসাপত্র গ্রহণ করে। বুধবার কারিগরদের সামগ্রিক উন্নয়নের ধারণা জাগানোর বছরব্যাপী প্রচেষ্টা, জিনিয়াস ফাউন্ডেশন ও অ্যাসেনসিভ এডু স্কিল ফাউন্ডেশন প্রোগ্রামের সাফল্য উদযাপন করতে কলকাতা প্রেসক্লাবে একত্রিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত ছৌ নৃত্যশিল্পী ও ছৌ মুখোশ কারিগর পদ্মশ্রী পুরস্কার বিজয়ী প্রয়াত নেপাল চন্দ্র সূত্রধরের পুত্র শ্রী গৌতম সূত্রধর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য ছৌ মাস্ক কারিগররা। জিনিয়াস ফাউন্ডেশনের ব্যাপক সহায়তায় অ্যাসেনসিভ এডু স্কিল ফাউন্ডেশনের প্রচেষ্টাকে সবাই আন্তরিকভাবে প্রশংসা করেছেন। তারা এই ধরণের কার্যক্রম আরও চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন, যা অবশ্যই কারিগরদের জীবিকা বিকাশ করবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিনিয়াস কনসালট্যান্টস লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী আর পি যাদব, জিনিয়াস কনসালট্যান্টস লিমিটেডের ডিরেক্টর রশ্মি যাদব কে এবং অ্যাসেনসিভ গ্রুপ অফ কোম্পানিজের চেয়ারম্যান শ্রী অভিজিৎ চ্যাটার্জি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম বিভাগের অতিরিক্ত সচিব শ্রীমতি শাওন সেন, ভারত সরকার টেক্সটাইল মন্ত্রণালয় ও ডিসি হস্তশিল্পের কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (এইচ) শ্রী সুদর্শন দাস, জিনিয়াস কনসালটেন্টস লিমিটেডএর সিইও কৌশিক মজুমদার, জিনিয়াস কনসালট্যান্টস লিমিটেডএর ডিজিএম প্রবীর চক্রবর্তী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং সাংবাদিক প্রতিনিধিরা। সমস্ত প্রতিনিধি এবং বিশেষ অতিথিরা কারিগরদের উন্নতির জন্য এবং সারা বিশ্বে স্থানীয় ঐতিহ্যের প্রচারের জন্য এই ধরনের উদ্ভাবনী কর্মসূচির উপর জোর দেন।

চার ডিগ্রি কমার সম্ভাবনা রয়েছে সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় ২ ডিগ্রী মত কমবে

কলকাতা ঃ এই মুহূর্তে আমাদের রিজিনে নর্থ ওয়েস্টা টেলি হইন্ড রয়েছে যেহেতু নট ওয়েস্ট ইন্ডিজ রয়েছে তাপমাত্রা একটু ফল করবে আজ ১ ডিগ্রির মতো ফল করেছে আগামীকাল এবং তার পরের দিন দুই থেকে চার ডিগ্রি কমার সম্ভাবনা রয়েছে সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় ২ ডিগ্রী মত কমবে এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় চার ডিগ্রি মতো কমবে কলকাতার ক্ষেত্রে যদি বলা হয় তাহলে ১৬ থেকে ১৭ ডিগ্রির কাছাকাছি আসার সম্ভাবনা রয়েছে তাপমাত্রা। ১০ তারিখের মধ্যে। তারপরে আবার তাপমাত্রা বাড়বে ১৫ তারিখ পর্যন্ত তাপমাত্রা উঠানামা করবে সাউথ বেঙ্গল এর ক্ষেত্রে আগামী পাঁচ দিন শুস্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং বাদ দিয়ে শুস্ক আবহাওয়া কন্টিনিউ করবে এবং কলকাতায় সকালের দিকে কুয়াশা থাকবে কলকাতার ক্ষেত্রে গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.৭ ডিগ্রি আগামী ১০ তারিখের মধ্যে কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৫-২৬ ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আজ কুড়ি ডিগ্রি রয়েছে কাল সেটা কমে ১৭ ডিগ্রি থেকে ১৮ও কাছাকাছি পৌঁছাবে পরেরদিন আরেক ডিগ্রি মত কমতে পারে ইমিডিয়েটলি আমরা কোনরকম সিস্টেম দেখতে পাচ্ছি না এই মুহূর্তে পরিষ্কার আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা দিনের বেলা শীতের অনুভব হবে না কিন্তু মধ্যরাতে এবং সকালের দিকে শীতের অনুভব হবে

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন হাওড়া থেকে

কলকাতা ঃ তিনি সাঁতরাগাছি বাস স্ট্যান্ড থেকে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের জন্য একাধিক সরকারি বাস, বাস টার্মিনাস, যাত্রী প্রতিক্ষালয়, বেশ কিছু ফেরিঘাট, ভেসেল উদ্বোধনের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সরকারি পরিষেবার উদ্বোধন করবেন। শুধু উদ্বোধনই নয়, বেশ কিছু প্রকল্পের শিলান্যাসও করবেন বলে প্রশাসন সুত্রে জানা যাচ্ছে। এছাড়াও সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা তুলে দেবেন প্রাপকদের হাতে।

সেই উপলক্ষে সাঁতরাগাছি বাসস্ট্যান্ডে মঞ্চ এবং শেড তৈরি করা হয়েছে। থাকছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ।

শহরে ফের ইডির তল্লাশি অভিযান

কলকাতা ঃ শহরে ফের ইডির হানা। রাঁচির কোনো একটি মামলার সূত্র ধরেই শহরের হানা ইডির। মুদিয়ালিতে কলকাতার এক অভিজাত ব্যাবসায়ী যোগেশ আগরওয়ালের বাড়িতে ইডির তল্লাশি। সূত্রের খবর, রিয়েলএস্টেট ও finance এর ব্যাবসা রয়েছে আগরওয়ালের। সূত্রের খবর, হেমন্ত সোরেন ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়েছে, তাঁর যে বাসভবন ছিল সেখানে মূলত যে গাড়িটি পাওয়া গিয়েছিল, সেই গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন করেছিল মুদিয়ালির এই কোম্পানি। অর্থাৎ হেমন্ত সোরেনের গাড়িটি নথিভুক্ত মুদিয়ালির এই কোম্পানির নামে।

জার্মানির পরমাণু অস্ত্রের ইতিহাস

বার্লিন ঃ ডনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি বলেছেন, তিনি আবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হলে সব সদস্যরাষ্ট্রকে রক্ষার ন্যাটোর যে নীতি রয়েছে, তা অনুসরণ করবেন না। তার এই মন্তব্যে ইউরোপে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। জার্মানিতেও আলোচনা হচ্ছে। ট্রাম্পের এই বক্তব্য তাদের জন্য প্রযোজ্য, যারা ন্যাটোর নিয়ম মেনে তাদের দেশের প্রতিরক্ষা বাজেটে জিডিপির অন্তত দুই শতাংশ বরাদ্দ রাখবে না। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টের এমন বক্তব্যের পর জার্মানির রাজনীতিবিদেরা ইউরোপকে রক্ষায় ফ্রান্স ও ব্রিটেনের কাছে থাকা পরমাণু অস্ত্রই যথেষ্ট, নাকি ইউরোপের আরও এমন অস্ত্র প্রয়োজন, তা নিয়ে আলোচনা করছেন। জার্মান কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন্সের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কার্ল হাইনৎস কাম্প ডিডাব্লিউকে বলেন, দুটি বিশ্বযুদ্ধ শুরু করায় জার্মানিকে আগ্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে দেখা হয় এবং পরমাণু অস্ত্র নিয়ে তাদের বিশ্বাস করা যায় না।

১৯৫৪ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী জার্মানির তৎকালীন চ্যান্সেলর কনরাড আডেনাউয়ার একটি চুক্তি সই করেছিলেন। এর মাধ্যমে জার্মানি পরমাণু, বায়োলজিক্যাল ও রাসায়নিক অস্ত্র তৈরির পরিকল্পনা বাদ দিয়েছিল। বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র তার পরমাণু অস্ত্রের হামলা প্রতিরোধ নীতিমালায় পশ্চিম জার্মানিকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। এরপর কিছু প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৯৫৮ সালে জার্মানির সংসদ জার্মানিতে যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু অস্ত্র মোতায়েনের অনুমোদন দেয়। ১৯৬০ সালে প্রায় দেড় হাজার মার্কিন পরমাণু অস্ত্র পশ্চিম জার্মানিতে মজুদ করা হয়। এছাড়া পশ্চিম ইউরোপের বাকি এলাকায় আরও দেড় হাজার অস্ত্র মোতায়েন করা হয়েছিল। জার্মান সেনাবাহিনীকে এসব পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল যেন 'নিজেদের রক্ষার প্রয়োজনে' তারা এগুলো ব্যবহার করতে পারেন। ''জার্মানি নিজেরা পরমাণু অস্ত্র বানাবে, এমন আলোচনা কখনই হয়নি,'' বলে জানান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কাম্প। ১৯৮২ সালে জার্মানিতে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপাল্লার মিসাইল স্থাপনের পরিকল্পনার বিরোধিতা করতে প্রায় ১০ লাখ মানুষ রাস্তায় নেমেছিলেন। তারপরও ১৯৮৩ সালের ২২ নভেম্বর জার্মানির সংসদ জার্মানিতে মার্কিন ঘাঁটিতে মিসাইল রাখার বিষয়টি অনুমোদন করেছিল। শীতল যুদ্ধের সময় পূর্ব জার্মানি ওয়ারশ চুক্তির অধীনে ছিল। সে কারণে ১৯৫৮ সাল থেকে পূর্ব জার্মানিতে সোভিয়েত ঘাঁটিগুলোতে নিউক্লিয়ার মিসাইল ও অস্ত্র বসানো হয়েছিল। জার্মানির পুনরেকত্রীকরণের পর ১৯৯১ সালে সাবেক পূর্ব জার্মানি আনুষ্ঠানিকভাবে পরমাণু অস্ত্রমুক্ত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর যুক্তরাষ্ট্রও ইউরোপ থেকে পরমাণু অস্ত্র সরিয়ে নেওয়া শুরু করে। তবে এখনও ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের ১৮০টির মতো পরমাণু অস্ত্র আছে বলে মনে করা হয়। ইটালি, তুরস্ক, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস ও জার্মানিতে এসব অস্ত্র আছে।

বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস, বর্তমানে জার্মানির ব্যুশেল শহরে যুক্তরাষ্ট্রের ২০টির মতো পরমাণু অস্ত্র মজুদ আছে। ''তবে এসব অস্ত্র ব্যবহারের একক সিদ্ধান্ত মার্কিন প্রেসিডেন্টের,'' বলে জানান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কাম্প।

এদিকে, জার্মান ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাফেয়ার্সের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পেটার রুডল্ফ বলেন, জার্মানির নিজস্ব পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের বিষয়ে যেকোনো আলোচনা সম্পূর্ণ অবাস্তব। ফ্রাঙ্কফুর্টার আলগেমাইনে পত্রিকাকে তিনি জানান, পরমাণু অস্ত্র রাখতে হয় পরমাণুচালিত সাবমেরিনে, যেন তা অনেক বছর পানির নিচে থাকতে পারে। কিন্তু জার্মান সেনাবাহিনীর কাছে পরমাণুচালিত সাবমেরিন নেই।

সম্পাদকীয়

ভারতকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে মালদ্বীপ

ইউক্রেন যুদ্ধ ও গাজা যুদ্ধ যখন বিশ্ব সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম দখল করে নিয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে আরব সাগরের এক প্রান্তে ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে অদ্ভুত ধরনের কূটনৈতিক যুদ্ধ চলছে। এই দ্বন্দ্ব স্পষ্টতই ভারতের কৌশলগত স্বার্থের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত ও মালদ্বীপ এমনিতে কোনো দিন প্রতিপক্ষ ছিল না। ১২ লাখ বর্গমাইলের বিশাল ভারত ১১৫ বর্গমাইলের মালদ্বীপের চেয়ে ১১ হাজার গুণ বড়। একদিকে ভারতের জনসংখ্যা ১৪০ কোটির বেশি। অন্যদিকে মালদ্বীপের জনসংখ্যা পাঁচ লাখের মতো। উপরন্তু মালদ্বীপ সব ধরনের সংকটে সহায়তার জন্য নিকটতম প্রতিবেশী ভারতের ওপর বরাবরই নির্ভরশীল ছিল। ১৯৮৮ সালে শ্রীলঙ্কার ভাড়াটে সেনারা মালদ্বীপে যখন অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেছিলেন, তখন সেই অভ্যুত্থান রুখে দিতে ভারতীয় সেনারা প্যারাসুট নিয়ে মালদ্বীপে নেমেছিলেন। ২০০৪ সালে এই দ্বীপপুঞ্জে সুনামি আঘাত হানার পর সেখানে ভারতীয় জাহাজ নিয়ে উদ্ধারকর্মীরা মালদ্বীপের জনগণকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। মালদ্বীপকে ভারতের ধারাবাহিক সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের গভীরতাকেই প্রতিফলিত করে।

মালদ্বীপ ১৯৬৫ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করার পর তাকে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রথম যে দেশগুলো স্বীকৃতি দিয়েছিল, ভারত তাদের অন্যতম। এর পর থেকেই ভারত ও মালদ্বীপ একটি বহুমুখী সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, যা কৌশলগত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। দুই দেশের মধ্যে ভাগাভাগি করা সামুদ্রিক সীমান্ত থাকায় ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিরাপত্তা ধরে রাখতে মালদ্বীপের কাছে বরাবরই ভারতের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটি দেশই দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং সাউথ এশিয়া ফ্রি ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্টে স্বাক্ষরকারী দেশ। একই সঙ্গে মালদ্বীপের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অংশীদার হিসেবে ভারত দেশটিকে ব্যাপক সাহায্য দিয়ে আসছে উন্নয়ন সহযোগিতা দিচ্ছে এবং বাণিজ্য চুক্তি অনুসরণ করে আসছে। এ ছাড়া দুই দেশের মানুষের জাতিগত, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় যোগসূত্র রয়েছে। সেই বিবেচনা থেকে যে কেউ আশা করতে পারে, ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে বন্ধুত্ব ও বোঝাপড়ার একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, যখন রাজনীতির প্রসঙ্গ আসে, তখন পারস্পরিক কৃতজ্ঞতার বিষয়টির চেয়ে পারস্পরিক অসন্তোষের বিষয়টিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহামেদ মুইজ্জু গত সেপ্টেম্বরের নির্বাচনে ভারতবিরোধী বক্তব্য দিয়ে জয়ী হন। গদিতে বসার পর তিনি স্পষ্ট করে দেন, নির্বাচনী প্রচারণায় তিনি 'ইন্ডিয়া আউট' শীর্ষক যে স্লোগান ব্যবহার করেছিলেন, তা শুধু নির্বাচনী স্লোগান ছিল না তার চেয়েও বেশি কিছু ছিল। মুইজ্জুই মালদ্বীপের প্রথম প্রেসিডেন্ট, যিনি নির্বাচিত হওয়ার পর সরকারি সফরে ভারতে যাননি। তার বদলে তিনি তুরস্ক সফর করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি নিজেকে অধিকতর ইসলামপন্থী হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এ ছাড়া ভারতের প্রধান প্রতিপক্ষ চীনের পরই তিনি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের নেতৃত্বাধীন তুরস্কের নেতৃত্ব অনুসরণ করছেন বলে ধারণা দিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমও ভারত-মালদ্বীপের কূটনৈতিক উত্তেজনাকে উসকে দিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যাঁদের বক্তব্য জনমত গঠনে প্রভাব রাখে, এমন কয়েকজন ভারতীয় ইনফ্লুয়েন্সারকে ভারতের লাক্ষাদ্বীপের পর্যটন প্রসারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের বেশ কয়েকজন লাক্ষাদ্বীপের প্রচারণা চালাতে গিয়ে পর্যটন এলাকা হিসেবে মালদ্বীপকে বর্জন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এর প্রতিক্রিয়ায় প্রেসিডেন্ট মুইজ্জুর তিনজন ডেপুটি মিনিস্টার মাহজুম মাজিদ, মালসা শরিফ ও মরিয়ম শিউনা ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির চারিত্রিক বর্ণনা দিতে গিয়ে 'ভাঁড়', 'সন্ত্রাসী' ইত্যাদি অপমানসূচক ভাষা ব্যবহার করেন। ভারতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীরা আগে থেকেই ক্ষিপ্ত ছিলেন। মালদ্বীপের মন্ত্রীদের এসব বক্তব্যের পর তাঁরা তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখান। তাঁদের প্রতিক্রিয়ায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রবল লড়াই শুরু হয়ে যায় এবং দ্রুতই তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

জানা অজানা

সময় বদলায় নি আমরা বদলে গেছি

সুনীল কুমার দে

সময় অর্থাৎ কাল।পুরো সৃষ্টি এই কালের অধীন।সময়ের ইশারায় পুরো জগত চলছে।সৃষ্টি,স্থিতি ও প্রলয় সবই কালের অধীন।আজকাল অনেককেই বলতে শুনি সময় বদলে গেছে তাই সময়ের তালে আমাদের কে ও বদলাতে হবে।কিন্তু আজও সূর্য পূর্ব দিকে উঠে ও পশ্চিম দিকে আস্ত যায়।আজও সময় মতো গ্রীষ্ম,বর্ষা, শরত,হেমন্ত,শীত ও বসন্ত ঋতু আসে।আজও গাছে গাছে ফুল ফোটে,ফল ধরে।আজও বিভিন্ন পশু ও পাখিদের ডাক শুনতে পাওয়া যায়।আজও মানুষের গর্ভে মানুষ ও পশুর গর্ভে পশু জন্মায়।আজও মানুষ শোনীত ও শুক্রের মধ্য দিয়ে মাতৃ গর্ভে অবস্থান করে,দশ মাস দশ দিন পরে ভূমিষ্ট হয়,মাতৃ দুগ্ধ পান করে বড় হয়,বাল্য, কৈশোর, যৌবন,পৌর ও বৃদ্ধ অবস্থা পার করে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।আজও নদী সাগরের দিকে ছুটে যায় মিলনের জন্য।সব কিছুই হচ্ছে ঠিক সময়ে ও সময়ের ইশারায়।তাহলে সময় বদলালো কিভাবে। আসলে সময় বদলায় নি আমরা বদলে গেছি।আমাদের চিন্তা ভাবনা বদলেছে।আমাদের আচার আচরণ বদলেছে।আমাদের রুচি বদলেছে।আমাদের খাওয়া দাওয়া,পোশাক পরিচ্ছদ বদলেছে।আমরা সময়ের দোহাই দিয়ে ও বদলানোর নাম করে আমরা আমাদের ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম কে ভুলতে বসেছি।মা,বাবাকে মোম ও ডেড করে দিয়েছি,শরীর থেকে কাপড় খুলতে শুরু করেছি,সপরিবারে একসাথে মিলে মদ খেতে শুরু করেছি। পার্টি, বিয়ে,শ্রাদ্ধ এর নামে মদ মাংস খেয়ে গলা জড়িয়ে নির্লজ্য হয়ে নাচতে শিখেছি।মধুর সম্মন্ধ গুলো কে ভুলে অবাধ যৌনাচার করছি,বিয়ের আগেই সন্তান উৎপাদন করার নোংরা কাজ করছি।কোর্ট,কাচারী,অফিস আদালতে কাজের বিনিময়ে খুলেয়াম ঘুষ নিচ্ছি।সরকারি প্রতিটি কাজে কমিশন খাচ্ছি।আধুনিকতার নামে ও সভ্যতার নামে নোংরামি করছি।এর নাম কি সময় বদলে যাওয়া।এর নাম কি সময়ের সাথে চলা।না,সময়ের কোনো দোষ নেই।সব দোষ আমাদের।আমরা আজ যদি সবাই বদলে যাই,সবাই ভালো হয়ে যাই,নিজেদের চরিত্র গুলো কে শুধার করি, চিন্তা ভাবনা,আচার বিচার গুলো কে ভালো করি,নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ব গুলোকে সঠিক ভাবে পালন করি তাহলে দেখবেন ঘর,পরিবার,সমাজ ও দেশ সব বদলে যাবে।সব কিছু সুন্দর হয়ে যাবে।

অনেক দম্পতি আলাদা বিছানায় ঘুমান কেন?

এটা শুরু হয়েছিলো করোনা মহামারির পর থেকে। নাক ডাকার শব্দ এতটা অসহ্য লাগতো যে সিসিলিয়া কিছুতেই ঘুমাতে পারতেন না।

তিনি তার সঙ্গীকে বারবার ধাক্কা দিয়ে জাগানোর চেষ্টা করতেন, যেন সঙ্গী নাক ডাকা বন্ধ করে। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হতো না।

ফার্নান্দা পল
প্রাবন্ধিক

৩৫ বছর বয়সী সিসিলিয়া কিছুতেই এটা আর সহ্য করতে পারছিলেন না এবং তখন তারা যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেন যে তারা আর একসাথে ঘুমাবে না, এমনকি এক রুমেও না।

আমি আমার কাজে মনোযোগ দিতে পারতাম না। সারাদিন ক্লান্ত বোধ করতাম। বড়জোর কয়েক রাতের জন্য এটা সহ্য করতে পারবেন। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে সহ্য করতে পারবেন না, সিসিলিয়া তার লন্ডনের বাড়িতে বসে বিবিসিকে একথা বলেন। গত কয়েক বছর ধরে এই বাড়িতেই তার বসবাস।

তিনি বলেন, এটা আমাদের জন্য খুব সহজ কোনও সিদ্ধান্ত ছিল না। এই সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে আমাদের হৃদয় চুরমার হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু যখন আমরা অনুধাবন করলাম যে রাতে ঘুমাতে পারছি, তখন খুশি হয়েছি। সেই থেকে সিসিলিয়া এবং তার ৪৩ বছর বয়সী সঙ্গী 'স্লিপ ডিভোর্স' নামক ট্রেন্ডকে অনুসরণ করা শুরু করেন।

অনেকে একা ঘুমাতে পছন্দ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাকলিন হাসপাতালের মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ স্টেফানি কলিয়ার জানান, স্লিপ ডিভোর্স হলো এমন একটা বিষয়, যেটি প্রাথমিকভাবে সাময়িক সময়ের জন্য করা হয়। কিন্তু যখন দম্পতিরা বুঝতে পারেন একা ঘুমালে তাদের ভালো ঘুম হয় তখন বিষয়টি আর সাময়িক থাকে না।

তিনি বিবিসিকে বলেন যে স্লিপ ডিভোর্সের সাথে স্বাস্থ্যগত কারণ জড়িত।

এটি ঘটার কারণযারা নাক ডাকেন, ঘুমের মাঝে তারা পা নাড়ান। তাদের স্লিপ ওয়াকিং, অর্থাৎ ঘুমের ঘোরে হাঁটার অভ্যাস থাকতে পারে। অথবা, শারীরিক সমস্যার কারণে তারা ঘনঘন বাথরুমেও যেতে পারে। সুতরাং, তারা অনেক বেশি নড়াচড়া করে, গড়াগড়ি খায় এবং এটি তাদের সঙ্গীকে বিরক্ত করে।

এটি এখন এমন একটি ট্রেন্ড যেটি নিশ্চিতভাবেই অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, তিনি যোগ করেন।

ওয়াই জেনারেশনের মাঝে বাড়ছে স্লিপ ডিভোর্স

গত বছরের শেষের দিকে জনপ্রিয় মার্কিন অভিনেত্রী ক্যামেরন ডিয়াজ 'লিপস্টিক অন দ্য রিম পডকাস্ট'কে বলেন যে তিনি এবং তার স্বামী একই ঘরে ঘুমান না।

আমি মনে করি যে আলাদা শয়নকক্ষে ঘুমানোর বিষয়টিকে আমাদের স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা উচিৎ, যোগ করেন তিনি।

যদিও এই বিষয়টি ফাঁস হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিক্রিয়ার ঝড় ওঠে এবং গণমাধ্যমেও নানা ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। তবে হলিউড তারকার এই বিষয়টি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

অ্যামেরিকান অ্যাকাডেমি অব স্লিপ মেডিসিনের ২০২৩ সালের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে ভালোভাবে ঘুমানোর জন্য তারা মাঝে মাঝে বা প্রায় প্রতিদিনিই সঙ্গী থেকে আলাদা রুমে ঘুমায়।

গবেষণায় দেখা গেছে, ২৮ থেকে ৪২ বছর বয়সী (এরা মিলেনিয়াল বা ওয়াই জেনারেশন, এদের জন্ম ১৯৮১ থেকে ১৯৯৬ সালের মাঝে) উত্তরদাতাদের ৪৩ শতাংশ জানিয়েছে যে তারা তাদের সঙ্গীর সাথে ঘুমায় না।

যাদের জন্ম ১৯৬৫ থেকে ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি, অর্থাৎ যারা জেনারেশন এক্সের মানুষ, তাদের ৩৩ শতাংশ জেনারেশন জেড (১৯৯৭ সাল থেকে ২০১২ সালের মাঝে যাদের জন্ম)-এর ২৮ শতাংশ এবং বেবি বুমার্সদের (১৯৪৬ এবং ১৯৬৪ সালের মাঝে যারা জন্মগ্রহণ করেছে) ২২ শতাংশও একই কথা জানান।

তরুণ প্রজন্মের মাঝে স্লিপ ডিভোর্সের প্রবণতা বেশি কেনো এর কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে ধারণা করা যেতে পারে

যে আলাদা ঘুমানোর বিষয়টিকে তারা ততটা অসম্মানজনক মনে করে না। এটি একটি সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। তারা ভাবে : যদি আমি ভালো ঘুমাই, ভালো বোধ করি, তবে কেন নয়?

আলাদা ঘুমানোর ট্রেন্ডটিকে এভাবেই ব্যাখ্যা করছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ড. কলিয়ার।

তবে ঐতিহাসিকদের মতে, অতীতে দম্পতিদের কাছে আলাদা রুমে ঘুমানোটা খুব সাধারণ একটি বিষয় ছিল। কিন্তু ইতিহাসের পরিবর্তনের সাথে সাথে সেই ধারণাতেও পরিবর্তন এসেছে।

কিছু কিছু ঐতিহাসিক বলেন যে ডাবল বিছানা (বৈবাহিক বিছানা) হলো একটি আধুনিক ধারণা এবং শিল্প যুগের বিকাশের সময় এই ধারণা বিস্তার লাভ করেছিলো। তখন মানুষকে জনবহুল এলাকায় বসবাস করতো।

উনিশ শতকের আগে বিবাহিত দম্পতিদের আলাদা ঘুমানোটা একটি সাধারণ বিষয় ছিল।

এবং, আর্থসামাজিক অবস্থা যাদের বেশি ভালো ছিল, তাদের মাঝে এটি তত বেশি সাধারণ বিষয় ছিল। রাজপরিবারের সদস্যরা কীভাবে ঘুমাতো, সেটি লক্ষ্য করলেই এটা বোঝা যাবে, চিলির ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল স্কুলের সোমনোলজিস্ট (ঘুম বিশেষজ্ঞ) পাবলো ব্রকম্যান বলেন।

পুরুষরা সাধারণত একা ঘুমানোর ক্ষেত্রে রাজি হতে চান না, বলেন বিশেষজ্ঞরা।

আলাদা ঘুমানোর সুবিধা কী কী

বিশেষজ্ঞরা একটা বিষয়ে একমত যে যেসব দম্পতি আলাদা রুমে ঘুমানোর সিদ্ধান্ত নেন, তাদের জন্য কিছু সুবিধা আছে।

ড. কলিয়ার বলেন, সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো যে এতে করে তারা একটা নিয়মিত এবং গভীর ঘুমের অভ্যাস গড়তে পারে। ভালো ঘুম সামগ্রিক সুস্থতার জন্য অপরিহার্য, ডা. কলিয়ার বলেন।

যদি কোনও ব্যক্তি ঘুমাতে না পারে, এটা তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থেকে শুরু করে শরীরের অন্যান্য কার্যকারিতাকে ব্যহত করতে পারে। ঘুম না হলে আপনি দ্রুত রেগে যেতে পারেন এবং সেইসাথে অধৈর্যও হয়ে পড়তে পারেন। এমনকি, আপনার মাঝে এক ধরনের হতাশাও জন্ম নিতে পারে, তিনি যোগ করেন।

এই মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন যে স্লিপ ডিভোর্স একটি সুস্থ সম্পর্ক রক্ষায় সহায়ক হতে পারে।

আমরা জানি যে দম্পতিরা যখন পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে পারেন না, তখন তারা তর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন, খিটখিটে হয়ে যেতে পারেন এবং সহানুভূতি হারাতে পারেন, তিনি বলেন।

কিছু মানুষ আছে, যাদের একাকী ঘুমালে নিয়মিত এবং গভীর ঘুম হয়।

পালমোনোলজিস্ট এবং এএএসএম-এর মুখপাত্র সীমা খোসলা এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

আমরা জানি যে ঘুম না হলে আপনার মেজাজ খারাপ হতে পারে। যারা ভালোভাবে ঘুমাতে পারে না, সঙ্গীর সঙ্গে সাথে তর্কে জড়ানোর সম্ভাবনা তাদের বেশি থাকে। কেউ আপনার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে, তার প্রতি আপনার বিরক্তি জন্মাতে পারে এবং এটি সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, তিনি বলেন।

রাতে ভালো ঘুম হওয়া শরীরের সুস্থতা ও খুশি থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই, কিছু দম্পতি নিজেদের সামগ্রিক সুস্থতার জন্য আলাদা ঘুমানোর সিদ্ধান্ত নিলে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, তিনি যোগ করেন।

সিসিলিয়ার মনে করেন, তার বর্তমান সঙ্গী থেকে আলদা ঘুমানোর সিদ্ধান্ত তার জীবনকে বদলে দিয়েছে।

ভালোভাবে ঘুমাতে পারা, বা বিছানায় অনেকখানি জায়গা পাওয়া, অন্যকে বিরক্ত না করে বিছানায় পাশ বদল করা এগুলো অনেক বেশি আরামদায়ক, তিনি বলেন। সেইসাথে, আপনার সঙ্গীর সাথে সাথে আপনাকেও জেগে উঠতে হবে না। আপনি যখন চান, বা যখন আপনার প্রয়োজন, আপনি ঠিক তখনই ঘুম থেকে উঠতে পারবেন।

স্লিপ ডিভোর্সের অসুবিধাসমূহ

এর সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো, আলাদা ঘুমাতে হলে একটি অতিরিক্ত বিছানা এবং রুম দরকার। কিন্তু অনেক দম্পতির জন্য এটার বন্দোবস্ত করা সম্ভব না।

এমনকি, এমন সিদ্ধান্তের কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, অনেক দম্পতিই তাদের মধ্যকার ইন্টিমেসি, অর্থাৎ পারস্পরিক সংস্পর্শ হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা করেন।

কোথাও একটা গিয়ে আমার মনে হচ্ছে যে আমার সাথে আমার সঙ্গীর যে সম্পর্ক বা সংযোগ, সেখানে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে, সিসিলিয়া স্বীকার করেন।

এতে সম্পর্ক, সান্নিধ্য বা পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু এটা ততটা গুরুতর কোনও সমস্যা না। আমার মনে হয়, অসুবিধার চেয়ে সুবিধার পরিমাণ অনেক বেশি, তিনি যোগ করেন।

ডা. কলিয়ার ব্যাখ্যা করেন যে যারা পূর্ণ সময় ধরে কাজ করে, তারা শুধুমাত্র ঘুমানোর সময়ই তাদের সঙ্গীদের সংস্পর্শে আসেন।

সুতরাং, এর অন্যতম সমাধান হলো নিজেদের সংস্পর্শে আসার সময়টাকে আলোচনা করে নেয়া।

একসাথে ঘুমানো অনেকের কাছে 'ড্রিম বন্ড'

ঘুম বিশেষজ্ঞ ড. ব্রকম্যান যদিও বলেন, 'স্লিপ ডিভোর্স' সব দম্পতির জন্য কার্যকর না। একসাথে ঘুমানোর বেশ কিছু জৈবিক উপকারিতা রয়েছে। অনেকের কাছে এই বন্ধন স্বপ্নে তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন মা এবং তার সন্তানের মাঝে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় এই বন্ধন তৈরি হয়। মা এবং শিশুর ঘুমের সময়ও একই থাকে, তখন তারা দু'জনেই বিশ্রাম নেয়।

গবেষণায় দেখা গেছে যে এমন অনেক দম্পতি আছেন, যারা বছরের পর বছর একসাথে ঘুমাচ্ছেন এবং তারা পারস্পরিক সংস্পর্শে আসার পর গভীরভাবে ঘুমাতে পারেন, বলেন তিনি।

কোনও দম্পতি স্লিপ ডিভোর্স থেকে বিরত থাকতে চাইলে তাদেরকে কিছু বিষয় অনুসরণ করার সুপারিশ করেন বিশেষজ্ঞরা।

ড. কলিয়ার বলেন, যদি একজন চায় এবং অপরজন না চায়, তখন এটি বিরক্তির কারণ হতে পারে।

অনেক মানুষ আছেন, যারা একা ঘুমাতে চান না। একাকী ঘুমালে তাদের খারাপ লাগে। তাই, দম্পতিদের নিজেদের বিষয়ে সমানভাবে ভাবতে হবে। এমন একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যেটিতে দু'জনেই রাজি।

ড. ব্রকম্যানও বিষয়টিতে একমত পোষণ করেন। নাক ডাকার সমস্যা, ঘুমের মাঝে হাঁটা বা পা নাচানোর অভ্যাস থাকলেও এটা তাদের জন্য কঠিন হতে পারে। কারণ কিছু মানুষ আছে, যারা ভিন্ন বিছানায় ঘুমাতে পছন্দ করে না। সাধারণত, পুরুষরা এটি করতে অনিচ্ছুক, তিনি বলেন।

কিন্তু গবেষণা এটাই নির্দেশ করছে যে স্লিপ ডিভোর্সের হার ঊর্ধ্বগতিতে। বিশেষ করে, কিছু দেশে।

যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল বেড ফেডারেশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালেও যেসব ব্রিটিশ দম্পতি একসাথে ঘুমাতো, তাদের প্রতি ছয়জনের মধ্যে একজন, অর্থাৎ ১৫ শতাংশ দম্পতি এখন আলাদা ঘুমায়। শুধু তাই নয়, তাদের প্রতি ১০ জনের নয় জন, অর্থাৎ ৮৯ শতাংশ মানুষ পৃথক রুমে ঘুমায়। অথচ, ২০০৯ সালে দ্য স্লিপ কাউন্সিলের একটি জরিপে দেখা গেছে যে ১০ জনের মধ্যে একজনেরও (সাত শতাংশ) কম দম্পতির আলাদা বিছানা রয়েছে। ন্যাশনাল বেড ফেডারেশন বলছে, গত এক দশকে আলাদা ঘুমানোর হার বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

সুতরাং, কে কোথায় ঘুমায় এমন প্রশ্ন সামনে আসলে দেখা যায় সম্পর্ক থাকা অনেক মানুষই তাদের রাতের ভালো ঘুমকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন।

সাময়িকী

মৃত নাভালনি পুতিনের জন্য আরও বেশি বিপজ্জনক কেন

সার্জ স্মুম্যান
প্রাবন্ধিক

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে আলেক্সি নাভালনি ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে ক্রুসেড চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর নামটাও মুখে নিতেন না পুতিন। যদিও তিনি ও তাঁর বশংবদরা এমনকি খুন করে হলেও তাঁর মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। রাশিয়ার উত্তরে দুর্গম এক কারাগারে নাভালনির মৃত্যুর পর তিনি রুশ প্রচারমাধ্যমে জায়গা পেলেন। পুতিন যে নাভালনির মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত সেই তথ্যটিও ওই সব খবরে কায়দা করে নিশ্চিত করা হয়। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্রগুলোর কোনো কোনোটি আবার নাভালনির মৃত্যুতে পশ্চিমের প্রতিক্রিয়ার খবরও প্রচার করে। অবশ্য খবরের ধরন ছিল আলাদা।

নাভালনির মৃত্যুকে কীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা পুঁজি করবে, আরও নিষেধাজ্ঞা দেবে কি না মোটের ওপর আলোচনা ছিল এমন। কোথাও কোথাও রুশ আইনসভার আলোচনার খবর এসেছে।

নাভালনির মতো ব্যক্তিত্বের মৃত্যুর খবর জাতীয় সংকট হিসেবে বিবেচিত। সরকারও তাঁর মৃত্যুর খবর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করে। যদিও এর আগে তাঁকে চিত্রিত করা হয়েছে একটা বাজে লোক, সন্ত্রাসী, চরমপন্থী, নাৎসি হিসেবে। যে লেবার ক্যাম্পে তাঁকে রাখা হয়েছিল, সেখানে প্রধানত এ ধরনের অভিযোগে আটক বন্দীদের জায়গা হতো।

আনুষ্ঠানিক এসব খবর অসাবধানতাবশত এমন অনেক তথ্য প্রকাশ করে ফেলেছে, যা পুতিন গোপন রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। এসব তথ্যের মধ্যে পুতিনের একনায়কতন্ত্রের জন্য গুরুতর রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ দুর্নীতি ও অপশাসনের উল্লেখ ছিল। এসব নিয়ে নাভালনি নিরলসভাবে অভিযোগ করে গেছেন। মৃত্যুর পর নাভালনি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারেন, এমন কথাও বলা হয়েছে।

ক্রেমলিনে পুতিনের পূর্বসুরীরা দমনপীড়নের পক্ষে অকাট্য সব যুক্তি তুলে ধরতেন। পুতিনও গণতন্ত্রের একটা মনগড়া সংস্করণ তৈরি করে নিয়েছিলেন। এই ব্যবস্থায় তিনি নির্বাচনে কারচুপি আর আদালতকে নিজের করায়ত্ব করে দুর্নীতির পথ প্রশস্ত করেন। নীতিবান ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের সঙ্গে তিনি সরাসরি লড়াই করেছেন। নাভালনির মতো এই মানুষদের তিনি 'বিদেশি চর' অথবা সন্ত্রাসী বলে আখ্যা দিয়েছেন। নাভালনি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিলেন, কারণ তিনি পুতিনের অসার, মিথ্যে কথার জাল ভেদ করতে পেরেছিলেন। সে কারণে তিনি আরও শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, তিনি একজন শহীদ। নির্বাচনের এক মাস আগে ক্রেমলিনের জন্য এই পরিস্থিতি বড় ঝুঁকি। যদিও পুতিন এই নির্বাচনে তাঁর শাসন ও ইউক্রেন যুদ্ধের প্রতি জনসমর্থনকে পাকাপোক্ত করতে চেয়েছিলেন।

নাভালনির মৃত্যুর কী প্রভাব পড়তে পারে সে সম্পর্কে এখনই পরিষ্কারভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। পুতিনের বিরুদ্ধে যখনই কোনো আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে, তখনই তিনি তা গুঁড়িয়ে দিয়েছেন, বা বিরোধীদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছেন। কিন্তু নাভালনির মৃত্যু রাশিয়ার মহত্ত্ব নিয়ে পুতিন যে কল্পকথা তৈরি করেছিলেন তাতে নিঃসন্দেহে ভাঙন ধরাবে। শুরু থেকেই নাভালনি ইউক্রেন দখল অভিযানের কট্টর সমালোচক। মস্কোর আদালতে তিনি বলেন, 'এই যুদ্ধ একটা নির্বোধের যুদ্ধ, যেটা শুরু করেছেন পুতিন।' পুতিনের বিশ্বাস ছিল তিনি সমালোচকদের ধরে ধরে নির্বাসনে পাঠালেই বিরোধীপক্ষের মুখ বন্ধ করে দিতে পারবেন।

ইউক্রেন অভিযানের বিরুদ্ধে যারা অবস্থান নিয়েছেন তাঁদের বড় অংশই শহুরে শিক্ষিত শ্রেণির লোকজন। গ্রামের মানুষ ক্রেমলিনের প্রোপাগান্ডা বিশ্বাস করে। তাঁরা এই যুদ্ধের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'কূটকৌশল' কিংবা ইউক্রেনের দিক থেকে হুমকিকে দায়ী করে।

নাভালনি সাধারণ রুশিদের মনের কথা বলতেন। তিনি নিশানা করেছিলেন দুর্নীতিকে, বিশেষ করে পুতিন ও তাঁর আত্মীয়স্বজনের সম্পদ ফুলেফেঁপে ওঠার বিরুদ্ধে ছিল তাঁর অবস্থান। তিনি গ্রাম্য ভাষায়, রসিয়ে রসিয়ে, সাহস নিয়ে কথা বলতেন। তা ছাড়াও একটি সংগঠন থেকে ফাটাফাটি সব ভিডিও প্রকাশ করতেন। ক্রেমলিনই যে তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করতে চেয়েছে এটা বোঝাতে নাভালনি একটা ভিডিও বানিয়েছিলেন। সেখানে তিনি রুশ নিরাপত্তা কর্মকর্তা সেজে তথ্য বের করার চেষ্টা করেন। এভাবে তিনি পুলিশি রাষ্ট্রে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তিনি পুতিন ও সাবেক প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভের বেশুমার সম্পদের ভিডিও দেখিয়েছিলেন। এই সব ভিডিও লাখলাখ বার দেখা হয়। ক্ষমতাসীন ইউনাইটেড রাশিয়া পার্টিকে চোর বদমাশের দল বলে তিনি নিন্দা করতেন। দলটি এই তকমা আর কখনো মুছে ফেলতে পারেনি। যদিও নাভালনি সরকার গঠন করতে চেয়েছিলেন, পুতিনের বিরুদ্ধে তাঁর সমর্থকদের ভোট দিতে বলেছিলেন। প্রথমে তিনি বিরোধী দল ইবলোকো দলের সদস্য ছিলেন। পরে তিনি দল থেকে বেরিয়ে এসে বলেন, পুতিন বিরোধী যে কারও সঙ্গে তিনি মৈত্রী করতে চান, তাঁর মতাদর্শ যাই হোক না কেন। সোলঝেনিৎসিন এবং সোভিয়েত যুগের ভিন্নমতাবলম্বীরা ইউটোপিয় মতাদর্শের ধুয়া তুলে যারা স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। নাভালনির যুদ্ধ ছিল যারা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বিজয়কে শক্তি আর সম্পদ অর্জনের পথ হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

নাভালনির মৃত্যুর কী প্রভাব পড়তে পারে সে সম্পর্কে এখনই পরিষ্কারভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। পুতিনের বিরুদ্ধে যখনই কোনো আঃেদালন দানা বেঁধে উঠেছে, তখনই তিনি তা গুঁড়িয়ে দিয়েছেন, বা বিরোধীদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছেন। কিন্তু নাভালনির মৃত্যু রাশিয়ার মহত্ত্ব নিয়ে পুতিন যে কল্পকথা তৈরি করেছিলেন তাতে নিঃসন্দেহে ভাঙন ধরাবে। নাভালনি নির্যাতনকে ভয় পাননি। তিনি তাঁর বিশ্বাসের পক্ষে স্বেচ্ছায় লড়াই চালিয়ে যেতে চেয়েছেন। নাভালনি বলেছিলেন, তিনি সত্যিকারের ভালোবাসায় বিশ্বাসী। তিনি বিশ্বাস করতেন রাশিয়ায় শান্তি ফিরে আসবে, রাশিয়া মুক্তি পাবে। মৃত্যুতে,ক্ষয়ে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at H 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand. : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

পরিবারের বড় মেয়েদের যে ৭টি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়

কলকাতা ঃ এলডেস্ট ডটার সিনড্রোম (ইডিএস) এমন এক পারিবারিক ভূমিকা, যা পরিবারের বড় মেয়েরা অনেক সময় নিজের অজান্তেই শৈশব থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে থাকেন। তবে বলে রাখা ভালো, ইডিএস কিন্তু মানসিক রোগ হিসেবে স্বীকৃত নয়। পরিবারের বড় মেয়েটি কী ধরনের চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাবেন, তা পারিবারিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিগত কিছু বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। নিচে ১০টি চ্যালেঞ্জের উল্লেখ করা হলো, যেসব কেবল পরিবারের বড় মেয়েদেরই মোকাবিলা করতে হয়। এর মধ্যে কয়েকটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন ছেলেমেয়েনির্বিশেষে সব প্রথম সন্তানই। কয়েকটি শুধুই বড় মেয়েসন্তানদের বেলায় প্রযোজ্য।

১. উদাহরণ সৃষ্টি করার চাপ

পরিবারের সদস্যরা সাধারণত আশা করেন, বড় মেয়েটি তাঁর অন্য ভাইবোনের কাছে হয়ে উঠবেন 'রোল মডেল' বা সৃষ্টি করবেন ইতিবাচক উদাহরণ। হোক সেটা পড়াশোনা, আচারআচরণ কিংবা অন্যান্য যেকোনো ক্ষেত্রে। কেবল বর্তমানের জন্যই নয়, পরিবার চায় তাদের প্রথম সন্তান পড়াশোনায় খুব ভালো করে ভবিষ্যতে সম্মানজনক ক্যারিয়ার গড়বেন। পরিবারের সব দায়দায়িত্ব পালন করবেন। রোল মডেল হয়ে ওঠার এই চাপ পরিবারের বড় মেয়েদের জন্য ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে অনেক সময়।

২. নিজেই মাবাবার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া

বাংলা সিনেমায় নায়িকার শাবানার কিছু চরিত্রের কথা মনে করে দেখুন। এই চ্যালেঞ্জের সঙ্গে মিল পাবেন। ইংরেজিতে এটি 'প্যারেন্টিফিকেশন' নামে পরিচিত। কোনো কোনো পরিবারে সবাই আশা করেন, বড় মেয়ে নিজেই মাবাবার দায়িত্ব পালন করবেন। যেমন ঘরদোরের কাজকর্ম, ভাইবোনের দেখাশোনা, এমনকি মাবাবাকে মানসিক সমর্থন জোগানো ইত্যাদি। এমনকি অল্প বয়সে পুরো পরিবারের অর্থনৈতিক দায়িত্বও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের ওপর এসে পড়ে।

৩. পারিবারিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতা

সাধারণত দম্পতির কোলজুড়ে প্রথম সন্তান আসে কম বয়সে। মাবাবারা তখন মাত্রই পেশাজীবনে ঢুকেছেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা হয়তো সফলও হন, কিন্তু তত দিনে সন্তানও বড় হয়ে যায়। তাই অনেক পরিবারের বড় সন্তানদের ছোটবেলা কাটে সংগ্রাম আর অভাব দেখে। এ কারণে টাকার মূল্য তাঁরা অন্য সন্তানদের চেয়ে বেশি বোঝেন।

৪. সীমিত স্বাধীনতা

পরিবারের বড় মেয়েরা সাধারণত অন্য ভাইবোনদের তুলনায় কঠিন নিয়মকানুন ও প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠেন। মাবাবারা অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের প্রথম সন্তানকে নিয়ে একটু বেশিই সতর্ক ও রক্ষণশীল হন। এ ক্ষেত্রে বড় মেয়েটির মধ্যে একটি দমবন্ধ হওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি হতে পারে। তাঁর মনে হতে পারে, সবাই তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন।

৫. ছোট ভাইবোনদের 'বুলিং'এর শিকার হওয়া

মাবাবার মধ্যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সন্তানের প্রতি কিছুটা নমনীয় হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। অন্যদিকে বড় সন্তানটির প্রতি তাঁরা থাকেন কঠোর। অনেক সময় দেখা যায়, ভাইবোনের মধ্যে মারামারি বা গন্ডগোল দেখা দিলে দোষটা আসলে কার, তা না জেনেই মাবাবা বড় সন্তানকে বকাঝকা করেন, কখনো কখনো গায়ে হাত তোলেন পর্যন্ত। এর মারাত্মক ফলাফল সইতে হয় ওই বড় মেয়েকেই! কারণ, এতে পরিবারের ছোট সন্তানেরা বড় সন্তানকে নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করার সুযোগ পেয়ে যায়। তাঁকে ছোট করে কথা বলা এবং সব সময় তাঁর ওপর দোষ চাপানো হয়ে ওঠে খুব সহজ।

৬. সবার প্রতি যত্নশীল হওয়ার প্রত্যাশা

ছোট ভাইবোনদের খাওয়াদাওয়া, দেখাশোনা, তাদের পড়তে বসানো, জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখার দায়িত্ব ইত্যাদি হামেশাই পরিবারের বড় মেয়ের ওপরে পড়ে। শুধু ছোট ভাইবোনদের দায়িত্বই নয়, বাড়ির বয়সীদের সেবাযত্নের ভারও তাঁরা কাঁধে তুলে নেন। এ ক্ষেত্রে ধরেই নেওয়া হয় বড় মেয়ে তাঁর মাবাবার দায়দায়িত্ব লাঘবের জন্য এসব করতে বাধ্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায়, পরদিন বড় মেয়েটির গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা, তবুও তাঁকে গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজ করতে হচ্ছে। অথচ কাজগুলো বাড়ির অন্য সদস্যরাও অনায়াসে করতে পারেন। এসব অনেক সময় দুশ্চিন্তা ও অবসাদের মতো মানসিক সমস্যা তৈরি করে।

৭. বিয়ের জন্য জোরাজুরি

এসব ছাড়াও আমাদের উপমহাদেশে পরিবারের বড় মেয়ের ওপর আরও একটি চাপ থাকে। সেটি হলো দ্রুত বিয়ে করার চাপ। বিশেষ করে যেসব পরিবারে একাধিক মেয়েসন্তান থাকে, সেসব পরিবারের মেয়েদের পাড়াপ্রতিবেশীরা পর্যন্ত বোঝাতে থাকেন, 'তোমার কারণে তোমার বোনদেরও বিয়েতে দেরি হবে।' এই চাপে পড়ে অনেক সময়ই তাঁরা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন। বিবাহিত জীবনে সুখী না হলেও সহজে তাঁরা বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। তাঁরা ভাবেন, এ ধরনের সিদ্ধান্তের কারণে তাঁদের ছোট বোনদের 'ভালো বিয়ে' হবে না।

মাবাবারা ছোটবড়, ছেলেমেয়েনির্বিশেষে সব সন্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল হলে, বিশেষ কারও ওপর অতিরিক্ত প্রত্যাশার বোঝা না চাপালে কেউই নিজেকে অসহায় ভাববেন না। সন্তানের বেড়ে উঠবে কোনোরকম বাধাবিঘ্ন ছাড়াই গড়ে উঠবে সুখী পরিবার।

আম্বানি বাড়ির নারীরা কেন সোনার গয়না পরেন না

জিনাত শারমিন

মুম্বাই ঃ ভারতীয় ধনকুবের, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুকেশ আম্বানির স্ত্রী নীতা আম্বানি কন্যা ইশা আম্বানি বড় ছেলে আকাশ আম্বানি ও ছোট ছেলে অনন্ত আম্বানি। মুকেশের বড় পুত্রবধূ শ্লোকা মেহতা আর ছোট পুত্রবধূ রাধিকা মার্চেন্ট।

মজার ব্যাপার হলো, আম্বানিপুত্রদের তুলনায় কিন্তু তাঁদের স্ত্রীরাই ভারতে বেশি জনপ্রিয়। নীতা আম্বানিও জনপ্রিয়তায় সমানে সমানে পাল্লা দেবেন মুকেশ আম্বানির সঙ্গে।

আম্বানি বাড়ির এই চার নারীর কেউই প্রথম সারির কোনো বলিউড তারকা থেকে কম যান না। কেননা, তাঁরা যাই করেন, যাই পরেন, যেখানেই যান, যাই বলেন, তাইই হয় সংবাদের শিরোনাম। এই নারীরা সবাই গয়না পরতে ভালোবাসেন।

আম্বানি বাড়ির নারীরা পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেই ভারী গয়না, অলংকার পরতে ভালোবাসেন। অথচ তাঁরা কেউই সোনার গয়না পরেন না। এই চার নারীকে খুব কমই সোনার গয়নায় দেখা গেছে।

প্রশ্ন আসতে পারে, কেন আম্বানি বাড়ির নারীরা সোনার গয়না পরেন না?

১ লাখ ৬১ হাজার কোটি টাকার মালিক, এশিয়ার সেরা ধনী ও বিশ্বের নবম ধনী মুকেশ আম্বানি। আম্বানি পরিবারের একমাত্র কন্যা ইশা আম্বানির বিয়ের লেহেঙ্গাটিকে বলা হচ্ছে ভারতের সবচেয়ে দামি লেহাঙ্গা। এটির দাম ২০১৮ সালেই ছিল ৯০ কোটি টাকা।

মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী পিরামল পরিবারের একমাত্র ছেলে আনন্দ পিরামলের সঙ্গে ইশা আম্বানির বিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল পাঁচ বিয়ের একটি। সেই বিয়েতে খরচ হয়েছিল প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা। ভারতের নামকরা ডিজাইনার আবু জানি এবং সন্দীপ খোসলার নকশা করা ঘিয়ে রঙের এই লেহেঙ্গা সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য জানা যায় না। তবে লেহেঙ্গাটি বানানো হয়েছিল ইশার মা নীতা অম্বানিকে শ্রদ্ধা জানাতে।

জারদৌসি পাড়ের কারুকাজের লেহেঙ্গায় ছিল দুটি ওড়না। একটি গাঢ় লাল রঙের, অন্যটি ঘিয়ে রঙের। গাঢ় লাল ওড়নাটি নীতা আম্বানির বিয়ের শাড়ি থেকে তৈরি। সেখানে উঠে এসেছে নীতা আম্বানি ও মুকেশ আম্বানির প্রেমকাহিনি। এই লেহেঙ্গাতে হীরা, প্লাটিনামসহ নানা মূল্যবান রত্নপাথর ব্যবহার করা হলেও সোনা কিন্তু ব্যবহার করা হয়নি। ২০১০ সালে বিশ্বের অন্যতম ব্যয়বহুল বাড়ি 'অ্যান্টিলিয়া'র নির্মাণ করেন মুকেশ। ২৭ তলার সেই বাড়িতে ২০১৩ থেকে বাস করছেন মুকেশ ও তাঁর পরিবার। অ্যান্টিলিয়া গড়ে উঠেছে ৪ লাখ বর্গফুট জমির ওপর। এই বাড়িতে আছে ৩টি হেলিপ্যাড, ১৬৮টি গ্যারেজ, একটি বলরুম, দ্রুতগতিসম্পন্ন ৯টি লিফট, ৫০ আসনের থিয়েটার, সুইমিংপুল, স্পা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মন্দির, স্নো রুম ইত্যাদি। এই বাড়ির বাথরুমে বাথটাব, বেসিনের কলগুলো অবশ্য সোনায় মোড়ানো। নীতা আম্বানির লাক্সারি বাথরুমটি স্বয়ংক্রিয় বা অটোমেটিক বাথরুম। চাইলে সেখানে থ্রিডি ইফেক্ট প্রয়োগ করা যায়! এটি বিশ্বের অন্যতম বিলাসবহুল বাথরুম।

তাই বুঝতেই পারছেন, সোনার গয়না আম্বানি বাড়ির নারীদের জন্য কিঞ্চিৎ 'অবমাননাকর'। কেননা তাঁরা যে ব্যাগ, জুতা ব্যবহার করেন, সেসব সোনা দিয়ে তৈরি। গয়না হিসেবে তাঁরা ব্যবহার করেন প্লাটিনাম, হীরা, পান্না, নীলকান্তমণি, চুনি, টোপাজ, ক্যাটস আইয়ের মতো পাথর।

টুকরো খবর

যে শব্দটি ব্যবহার করলে আপনার অনুরোধ কেউ সহজে ফেলতে পারবে না

কলকাতা ঃ আপনি হয়তো অচেনা কারও কাছে একটা কিছু চাইছেন আর ওই ব্যক্তি তখন সেই জিনিসটাই ব্যবহার করছেন। চেনা নেই, জানা নেই, কেন তিনি আপনাকে সেই জিনিসটা দেবেন, বলুন তো? কেবল আপনার ভাষার জন্যই। যেমন একটা শব্দ আছে, যা অনুরোধের সময় ব্যবহার করলে ইতিবাচক সাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এটি কিন্তু মনগড়া কথা নয় খোদ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার ফলাফল

ভাষার শক্তি প্রবল। আবার ক্ষেত্রবিশেষে ভাষা বড্ড দুর্বলও। একই ভাষার শক্তির এমন তারতম্য কিন্তু ঘটে কেবল ভাষার প্রয়োগের কারণেই। সাদামাটা একটি কথা আপনি বলতে পারেন নানাভাবেই। কীভাবে বলা হলো তা শ্রোতার ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলবে, সেটিই ভাবনার বিষয়। রোজকার জীবনে যে কারও সঙ্গে কথা বলার সময় হোক, কিংবা হোক কোনো গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে, ভাষার ব্যবহারে একটু হেরফের হলে পরিবেশটাই বদলে যায়। আপনার ভাবনাগুলো নিশ্চয়ই সুন্দর। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের হোয়ারটন স্কুল অব দ্য ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপক জোনাহ বার্জারের মতে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভাবনাকে শব্দে রূপান্তর করা। অন্যের সামনে আপনার সুন্দর ভাবনা ঠিক সেভাবেই উপস্থাপন করতে না পারলে কিন্তু আপনার মনের সেই সৌন্দর্য কেউ উপলব্ধিই করতে পারবে না। আর উপস্থাপনের ওপরই নির্ভর করে আপনার কথার প্রভাব

কেমন হবে। একটা শব্দের কথাই ধরা যাক, শব্দটি 'কারণ'। আপনি কোনো জিনিস কেন চাইছেন, তা উল্লেখ করলে এই চাওয়ার প্রত্যুত্তরটা ইতিবাচক হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এটি কিন্তু মনগড়া কথা নয় খোদ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার ফলাফল। এই গবেষণার জন্য গবেষকেরা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে অপেক্ষা করতেন, কখন কেউ এসে সেখানকার ফটোকপি যন্ত্রটি ব্যবহার করবেন। কেউ ওই যন্ত্র ব্যবহার শুরু করলেই তাঁরা উঠে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর আগেই যন্ত্রটি ব্যবহার করার অনুমতি চাইতেন। তিনভাবে কথাটা বলতেন তাঁরা। প্রথম ধরনটা খুব সাদামাটা, 'আমি কি ফটোকপি মেশিনটা ব্যবহার করতে পারি?' দ্বিতীয় ধরনটা ছিল, 'আমার তো ফটোকপি করা প্রয়োজন। আমি কি মেশিনটা ব্যবহার করতে পারি?' তৃতীয় ধরনটা ছিল দারুণ, 'আমার একটু তাড়া আছে তো আমি কি ফটোকপি মেশিনটা ব্যবহার করতে পারি?' প্রথম ধরনে যতটা ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে, তার চেয়ে ৫০ শতাংশের বেশি পাওয়া গেছে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধরনের প্রশ্নে। কেবল 'কারণ'টা উল্লেখ করাতেই এই বিশাল তফাৎ। যদিও দ্বিতীয় ধরনটায় খুব চমৎকার কোনো কারণের উল্লেখ নেই। তবু কোনো একটি কারণের উল্লেখ থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। জোনাহ বার্জার মনে করেন এমনটাই।পণ্যের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও এই 'কারণ' উল্লেখ করে দেওয়ার বিষয়টি লক্ষণীয়। মনোবিজ্ঞানী (বিহেভিয়ারাল সায়েন্টিস্ট) নুয়ালা ওয়ালশ এদিকটায় আলোকপাত করেছেন বিখ্যাত ব্র্যান্ড লরেলের স্লোগানের কথা উল্লেখ করে। 'বিকজ ইউ আর ওর্থ ইট' স্লোগানের 'বিকজ'টা পাঁচ দশক ধরে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে এসেছে। কোনো বিষয়ে কারও সাহায্য চাইতে হলে সাহায্যের প্রতি জোর না দিয়ে সাহায্যকারীর প্রতি জোর দেওয়ার কথা বলেছেন জোনাহ বার্জার। 'আমার একটু পানি লাগবে' না বলে যদি বলেন, 'আপনি কি আমাকে একটু জল দেবেন?', তা বেশি কার্যকর। 'আমি এই জিনিসটা পছন্দ করি' এভাবে না বলে যদি বলেন, 'আপনি যদি অমুক অমুক সুবিধা পেতে চান, তাহলে আমি আপনাকে এই জিনিসটা ব্যবহারের পরামর্শ দেব।' এটি অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা পাবে। তবে বাক্যের ভেতর অকারণে ভিন্ন ভাষার শব্দ আনবেন না। আপনি যখন বাংলায় কথা বলছেন, তখন যদি বারবার এমন ইংরেজি শব্দ বলে ফেলেন, যেসবের বাংলা প্রতিশব্দ প্রচলিত আছে, তাহলে কিন্তু ভাষার আকর্ষণ নষ্ট হয়। কথার মাধুর্য হারিয়ে যায়। একটি ভাষায় কথা বলার সময় অন্য ভাষার উচ্চারণভঙ্গিও নিয়ে আসা উচিত নয়। অর্থাৎ ইংরেজির মতো করে বাংলা বললে লোকে বিরক্তই হবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। স্বর, বাচনভঙ্গি এবং দেহভঙ্গি রাখুন ইতিবাচক। অনুরোধ করতে গিয়ে আদেশ বা কর্তৃত্বের সুরে কথা বলে বসবেন না যেন। মারমার কাটকাট ভঙ্গিতে কথা বললে কিন্তু সহজ বিষয়ও হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। বিনীত হোন। বিনয় দুর্বলতা নয় বরং বিনয় দিয়েই আপনার ভাষার শক্তিকে বাড়িয়ে নিতে পারেন।

বসন্তেই আমরা কেন বেশি রোমান্টিক বোধ করি, বিজ্ঞান কী বলে

কলকাতা ঃ বসন্তের আগমনে কী হয়, তা বিতং করে বলার সময় বাউল শাহ আবদুল করিমের ওই গানটাই জুতসই মনে হয়। কোন গান? 'বসন্ত বাতাসে'। গানের কিছু পঙ্‌ক্তি মনে করে দেখুন, '...বসন্ত বাতাসে সই গোবসন্ত বাতাসেবন্ধুর বাড়ির ফুলের গন্ধআমার বাড়ি আসে, সই গো...'। রুক্ষ শীত শেষে বসন্তে ফুল ফোটে। সেই 'ফুলের গন্ধে মন আনন্দেভ্রমরা আকুল, সই গো...'। তারপর 'সেথায় বসে বাজায় বাঁশিমন নিল তার সুরে, সই গো...মন নিল তার বাঁশির গানেরূপে নিল আঁখি...'। হ্যাঁ, এটাই ছিল বলার। বসন্তে মানুষের ভেতরে রোমান্টিকতার প্রবণতা আর দশটা ঋতুর চেয়ে বেশি। এর কারণ কী? উত্তর খুঁজেছিলেন ওয়াশিংটন পোস্টের সহকারী প্রযুক্তি সম্পাদক লিসা বোনোস। মানুষের প্রতি মানুষের আকর্ষণের পেছনে আবহাওয়ার ভূমিকা বিষয়ে তিনি কথা বলেন ম্যাচ ডটকম নামের ডেটিং সাইটের চিফ সায়েন্স অ্যাডভাইজার হেলেন ফিশারের সঙ্গে। তাতে বেশ কিছু বিষয় উঠে এসেছে। চলুন জেনে নিই

মেলাটোনিন হরমোন হ্রাস পাওয়া

মার্কিন জৈবিক নৃতত্ত্ববিদ হেলেন ফিশারের ভালোবাসা ও রোমান্টিকতা নিয়ে ছয়টি বেস্টসেলিং বই আছে। তিনি বলেন, মানবদেহের পিনিয়াল গ্রন্থি, যেখানে মেলাটোনিন হরমোন তৈরি হয়, শীতকালে থাকে জাগ্রত এবং মানুষের মধ্যে ঘুম ঘুম ভাব তৈরি করে। সেই সঙ্গে রোমান্টিকতাকে রাখে দমিয়ে। হেলেন ফিশার বলেন, 'বসন্তে আলো আমাদের চোখের রেটিনায় আঘাত করে এবং সরাসরি পিনিয়াল গ্রন্থিতে চলে যায়। ফলে মেলাটোনিনের সক্রিয়তা হ্রাস পায়। আর এতে আমাদের চালচলনে আসে পরিবর্তন। নিজেদের ভেতরে একধরনের চপলতা ও উচ্ছ্বাসের অনুভূতি তৈরি হয়। মেলাটোনিন কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলো আমাদের মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করতে শুরু করে। তখন সঙ্গীকে আরও আকর্ষণীয় ভাবতে শুরু করে সবাই।' ঝলমলে রূপ, শব্দ ও ঘ্রাণের মাধ্যমেও বসন্ত মানুষের মধ্যে অধীরতা তৈরি করে বলে উল্লেখ করেছেন ফিশার। প্রেম বিষয়টি মানবদেহের ডোপামিন সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত, যা আমাদের নতুনত্বের দিকে ধাবিত করে। ডোপামিন হচ্ছে একধরনের নিউরোট্রান্সমিটার, যেটি আমাদের মস্তিষ্কের রাসায়নিক বার্তাবাহক হিসেবে কাজ করে। 'নতুনত্ব ডোপামিন সিস্টেমকে উদ্দীপিত করে এবং সম্ভবত এটাই আমাদের প্রেমের দিকে ঠেলে দেয়,' ওয়াশিংটন পোস্টকে বলেন ফিশার। বসন্তে ফুল ফুটলে ভ্রমর, প্রজাপতির মতো পতঙ্গসহ পাখিও সক্রিয় হয়ে ওঠে। এরা ছুটে চলে গাছের ডালে ডালে। এক ফুলের পরাগরেণু এদের দেহের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে অন্য ফুলে, অর্থাৎ উদ্ভিদের প্রজননপ্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। আর এরা ফুলের প্রতি আকৃষ্ট হয় মূলত ঘ্রাণের কারণে। রঙও প্রভাব ফেলে। উদ্ভিদের এই প্রজননপ্রক্রিয়ায় মানুষ অংশ না নিলেও ফুলের ঘ্রাণেরঙে ঠিকই মাতোয়ারা হয়। মনটা চনমনে হয়ে ওঠে। তাই বসন্তে ফুলের ঘ্রাণও আমাদের আরও রোমান্টিক করে তোলার পেছনে ভূমিকা রাখে।

৪৪ দেশ থেকে কেনা হয়েছে এমএলএসের টিকিট, কারণটা জানেন তো

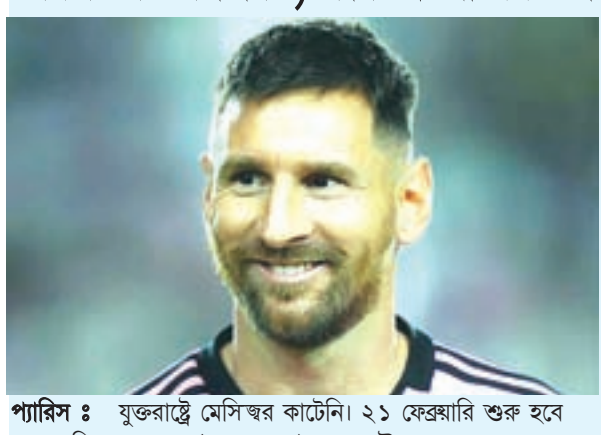

প্যারিস ঃ যুক্তরাষ্ট্রে মেসিজ্বর কাটেনি। ২১ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) নতুন মৌসুম। তা সামনে রেখে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে মেসিজ্বর বেড়েছে। আর সেই 'জ্বর'এর তাপমাত্রা কতটা সেটাও জানিয়েছে দেশটির টিকিট কেনাবেচা প্রতিষ্ঠান 'স্টাবহাব'। এমএলএসের নতুন মৌসুম সামনে রেখে স্টাবহাবএ ইন্টার মায়ামির টিকিটের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। এতটাই যে এই প্রতিষ্ঠানের 'শীর্ষ ২৫ টপ সেলিং গেমস'এর তালিকার প্রতিটিতেই জায়গা করে নিয়েছে মায়ামি। এর মধ্যে ১০টি ম্যাচ মায়ামির ঘরের মাঠে, বাকি ১৫ ম্যাচ প্রতিপক্ষের মাঠে। গত বছর জুলাইয়ে পিএসজি ছেড়ে ফ্রি এজেন্ট হিসেবে মায়ামিতে যোগ দেন মেসি। গত মৌসুম শুরুর (২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩) আগে মায়ামির টিকিটের যে চাহিদা ছিল, সে তুলনায় এবার টিকিটের চাহিদা ১৫০ গুণ বেড়েছে। টিকিট বিক্রিতে দ্বিতীয় লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সির তুলনায় ৩৫ শতাংশ টিকিট বেশি বিক্রি হয়েছে মায়ামির। এ তালিকায় তৃতীয় নিউ ইংল্যান্ড রেভল্যুশনের তুলনায় মায়ামির টিকিটবিক্রির সংখ্যা দ্বিগুণ। 'স্টাবহাব' আরও একটি তথ্য জানিয়েছে। এবার এখন পর্যন্ত ৪৪টি দেশের মানুষ এমএলএসের নতুন মৌসুমের টিকিট কিনেছেন। গত মৌসুম শুরুর আগের সময়ের তুলনা যায় রীতিমতো বিস্ময়কর। গত মৌসুম শুরুর আগে এমএলএসের টিকিট কিনেছিলেন ৯টি দেশের ফুটবলপ্রেমীরা। আর গত বছর ২৫ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছে সেই গত মৌসুমযা মেসি যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে পা রাখার আগের ঘটনা। কিন্তু গত বছর জুলাইয়ে মেসি দেশটির ফুটবলে পা রাখার পর পাল্টে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ফুটবলের মানচিত্র। এবারই যেমন মৌসুম শুরুর আগেই এমএলএস নিয়ে ৪৪টি দেশের মানুষের আগ্রহ তৈরি হয়েছে। তাতে যে আটবার ব্যালন ডি'অরজয়ী এবং আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতানো কিংবদন্তি মেসির সিংহভাগ অবদান, সেটি না বললেও চলে। তবে মায়ামিতে সম্প্রতি যোগ দেওয়া উরুগুয়ে তারকা লুইস সুয়ারেজের প্রতিও আগ্রহ রয়েছে ফুটবলপ্রেমীদের। স্টাবহাবের মুখপাত্র অ্যাডাম বুদেল্লি সংবাদমাধ্যম 'মায়ামি হেরাল্ড'কে বলেছেন, 'মেসির ইন্টার মায়ামিতে আসার প্রভাব বেড়েই চলেছে। বৈশ্বিকভাবে স্টাবহাবে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। ইন্টার মায়ামির টিকিট বিক্রি বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি এমএলএসের টিকিট বিক্রিও সামগ্রিকভাবে বেড়েছে। ফুটবল তারকা হিসেবে এগুলো তার প্রভাবেরই প্রতিচ্ছবি।' স্টাবহাবের 'শীর্ষ ২৫ টপ সেলিং গেমস'এর তালিকায় (গত শুক্রবার পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী) সবার ওপরে ২৫ ফেব্রুয়ারির এলএ গ্যালাক্সিমায়ামি ম্যাচ। এই ম্যাচের টিকিটের দাম ২৫০ ডলার থেকে সর্বোচ্চ ৭৮২০ ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৮ লাখ ৫৮ হাজার টাকা)। ২১ ফেব্রুয়ারি রিয়াল সল্ট লেকের মুখোমুখি হয়ে এমএলএসে নতুন মৌসুম শুরু করবে ইন্টার মায়ামি।

বাবরকে বোঝাতে ২ মাস লেগেছিল হাফিজের

লাহৌর ঃ পাকিস্তানের সদ্য সাবেক টিম ডিরেক্টর মোহাম্মদ হাফিজ বলেছেন, বাবর আজমকে টিটোয়েন্টিতে ওপেনিং ছেড়ে দিতে রাজি করাতে দুই মাস সময় লেগেছে তাঁর। দলের দায়িত্বে থাকার সময় বাবর ও মোহাম্মদ রিজওয়ানকে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁরাই পুরো দল নয়। হাফিজ টিম ডিরেক্টর থাকার সময় পাকিস্তান দলের যেসব ঘটনা ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়, তার মধ্যে ছিল বাবররিজওয়ানের ওপেনিং জুটি ভেঙে দেওয়া। রানের দিক থেকে বাবররিজওয়ানই আন্তর্জাতিক টিটোয়েন্টির সবচেয়ে সফল উদ্বোধনী জুটি। কিন্তু বাবরকে তিন নম্বরে পাঠানোর পর নতুন জুটি ছিল আক্ষরিক অর্থেই ব্যর্থ। হাফিজ পাকিস্তান দলের টিম ডিরেক্টর হন গত নভেম্বরে। অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট ও নিউজিল্যান্ডে টিটোয়েন্টি সিরিজে প্রধান কোচের দায়িত্বও পালন করেন। কিউইদের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে পাকিস্তানের হয়ে ওপেনিং করেন রিজওয়ান, সাইম আইয়ুব (৪ ম্যাচ) ও হাসিবউল্লাহ (১ ম্যাচ)। নতুন উদ্বোধনী জুটি পাঁচ ম্যাচের তিনটিতেই দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছাতে পারেনি, সব মিলিয়ে তুলতে পারে ৬৭ রান। স্বাভাবিকভাবেই বাবররিজওয়ানের উদ্বোধনী জুটি ভেঙে দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

বাবররিজওয়ানের ৫১ ইনিংসের উদ্বোধনী জুটি থেকে পাকিস্তান পেয়েছে ২৪০০ রান। আন্তর্জাতিক টিটোয়েন্টিতে সব ওপেনিং জুটির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৮টি শতরানের জুটিও তাদেরই। বাবর অবশ্য তিনে নেমেও রান পেয়েছেন। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ২১৩ রান আসে এই ডানহাতির ব্যাট থেকে। এর মধ্যে প্রথম তিন ম্যাচেই তিনি পঞ্চাশ পেরিয়েছিলেন।

গত সপ্তাহে পাকিস্তানের টিম ডিরেক্টর পদ থেকে অপসারিত হওয়ার পর নিজের সময়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন

হাফিজ। পিএসএল উপলক্ষে 'এ স্পোর্টস'এর 'দ্য প্যাভিলিয়ন' অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে হাফিজ ওপেনিং জুটি ভেঙে দেওয়ার পূর্বাপর তুলে ধরেন, 'টিটোয়েন্টিতে বাবর সব সময় ওপেনিং করতে চায়। সে মনে করে ওপেনিংয়ে ব্যাট করা সহজ। অনেক রেকর্ডও ভাঙতে পারবে। বাবরকে এটা বোঝাতে আমার প্রায় দুই মাস সময় লেগেছে যে তুমি তিনে নামো। আমি বলেছি পাকিস্তানের জন্যই তোমার তিনে নামা দরকার। তুমিই প্রথম নও, আগেও অনেকে এমনটা করেছে। তুমি বড় খেলোয়াড়। দারুণ ক্রিকেট খেল। পাকিস্তান ক্রিকেটের উন্নতির জন্য তোমার ভূমিকা রাখতে হবে।'

দলের স্বার্থের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন জানিয়ে হাফিজ বলে, 'তুমি, রিজওয়ান দুজনই খুব ভালো খেলোয়াড়। কিন্তু তোমরাই পুরো দল নও। আমাদের একটা দল দাঁড় করানো দরকার। যে কারণে আমি চাই তুমি তিনে নামো। কারণ, গত ছয় বছর ওয়ানডেতে তুমি এ জায়গাতেই খেলছ। তোমার ক্ষতি হবে না। তোমার টেকনিক খুবই ভালো।'

বাবররিজওয়ানের জুটি ভেঙে দেওয়ার সমালোচনা করতে গিয়ে সাবেক ক্রিকেটার ও পিসিবি চেয়ারম্যান রমিজ রাজা বলেছিলেন, 'কী লাভ হলো?'

হাফিজের মতে, লাভ পাকিস্তানেরই হয়েছে। আর ওপেনিং থেকে বের হওয়ার বিষয়ে রাজি হওয়ায় বাবরকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন তিনি, 'বাবরকে ধন্যবাদ যে সে ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে। আমি মনে করি পাকিস্তানের হয়ে ওর তিন নম্বরে খেলাটা সেরা সিদ্ধান্ত ছিল।'

নিউজিল্যান্ডে টিটোয়েন্টি সিরিজের পর বাংলাদেশে রংপুর রাইডার্সের হয়ে বিপিএলে খেলেছেন বাবর। এখন পিএসএলে খেলছেন পেশোয়ার জালমির হয়ে। দুটি দলেই তিনি ওপেনই করেছেন।

অ্যান্ডারসনডাকেটের কথা শুনে হাসি পায় মাইকেল ভনের

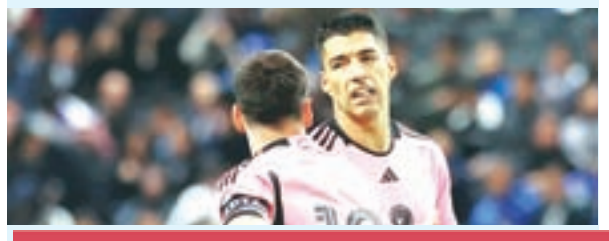

লন্ডনঃ ইংল্যান্ড দলের পক্ষ থেকে বলা কথাবার্তা শুনলে তাঁর হাসি পায়, এমনটাই বলেছেন সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভন। ভারতের বিপক্ষে সিরিজে ২১ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা বেন স্টোকসের দল ঘুরে দাঁড়াতে পারবে বলেও মনে করেন না তিনি। ইংল্যান্ডের আরেক সাবেক অধিনায়ক নাসের হুসেইন বলেছেন, নিজেদের কৌশলে পরিবর্তন না আনলে কাজটি আরও কঠিন হয়ে পড়বে ইংল্যান্ডের। বিশাখাপট্টনমে ভারতের দেওয়া ৩৯৯ রানের লক্ষ্য ৬০৭০ ওভারের মধ্যে তাড়া করতে চাইবে ইংল্যান্ড, এমন বলেছিলেন জেমস অ্যান্ডারসন। কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম দলকে বলেছিলেন, ভারত ৬০০ রানের লক্ষ্য দিলেও তাড়া করার চেষ্টা করবেন। আবার বেন ডাকেট রাজকোটে যশস্বী জয়সোয়ালের ব্যাটিং দেখে বলেছিলেন, তাঁদের দেখে অন্যরাও এভাবে খেলার চেষ্টা করছেএর কৃতিত্ব একটু হলেও দিতে হবে ইংল্যান্ডকে।

কিন্তু ভন বলছেন, ইংল্যান্ডের সব কথা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজের এক ভিডিও অনুষ্ঠানে দীনেশ কার্তিকের সঙ্গে কথা বলার সময় ভন বলেন, 'তারা হয়তো ভাবে, তারা এসব বিশ্বাস করে, কিন্তু এগুলোর কোনোটি বিশ্বাস করা কঠিন। অ্যান্ডারসন যা বলছে, ম্যাককালাম যা বলছে তারা জানে, এগুলো সম্ভব নয়। ক্রিকেট ইতিহাসে এমন হয়নি (ডাকেট যা বলছে), ইতিহাসে এমন আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান আগেও ছিল (বীরেন্দর) শেবাগ, (অ্যাডাম) গিলক্রিস্ট, (ভিভ) রিচার্ডস, ইউনিভার্স বস (ক্রিস গেইল) যারা বড় ছক্কা মেরেছে।'

ইংল্যান্ডের খেলার ধরন নিয়ে ভন বলেছেন, 'তুমি, আমি সংবাদমাধ্যমে আমরা এটিকে বাজবল বলি। আমার মনে হয় না তারা এটি বলা শুরু করেছে। তারা বাজবল বলে না। তবে তাদের কোনো কোনো সাক্ষাৎকার শুনে আমার হাসি পায়। কারণ, এগুলোর বেশির ভাগেরই কোনো মানে হয় না।'

ইংল্যান্ডের এই দল শেষ পর্যন্ত তেমন কিছু জিতবে না, নিজের এমন আশঙ্কার কথা ভন বলেছিলেন আগেই। সেটি বলেছেন আবার। এ সিরিজেও ইংল্যান্ডের ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা দেখেন না তিনি, 'তারা মনে করে, পরের দুটি ম্যাচ জিতে সিরিজ জিততে পারবে, আমি মনে করি না সেটি। আমাকে ভুল প্রমাণ করুক। তারা বড় কোনো সিরিজ জেতেনি। এটা রোমাঞ্চকর। কিন্তু তারা ভুল থেকে শেখেনি। (সিরিজ জয়) অনেক দূরের ব্যাপার। আমি কখনো দেখিনি, ভারতের কোনো দল দেশের মাটিতে সিরিজ গড়ানোর সঙ্গে খারাপ হয়, বরং আরও উন্নতি করে।'

রাজকোটে ইংল্যান্ডের বড় ব্যবধানে হারের পর স্বাভাবিকভাবেই দলটির খেলার ধরন নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে অনেক। বিশেষ করে প্রথম ইনিংসে যশপ্রীত বুমরাকে রিভার্স স্কুপ করতে গিয়ে জো রুটের আউট হওয়া নিয়েও ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। ইংল্যান্ডের সংবাদমাধ্যমে ইংলিশদের ইতিহাসের 'সবচেয়ে বাজে শট' আখ্যাও দেওয়া হয়েছে সেটিকে। সাবেক অধিনায়ক হুসেইন অবশ্য রুটের ওই শটে কোনো সমস্যা দেখেন না।

তবে ডেইলি মেইলে লেখা এক কলামে তিনি বলেছেন, 'কিন্তু যখন রবিচন্দ্রন অশ্বিন নেই, যখন রবীন্দ্র জাদেজাকে তার অধিনায়ক ধীরেসুস্থে আনছে, যখন রুটের সাম্প্রতিক সময়ের নেমেসিস যশপ্রীত বুমরা টানা তিনটি টেস্ট খেলছে, বিশ্রামের আলোচনার মধ্যে। তখন আমি (ওই শট) খেলার সময় নিয়ে প্রশ্ন তুলব।' ইংল্যান্ড ম্যাচের পরিস্থিতি বুঝে সুযোগ নিতে পারেনি বলেও মত নাসের হুসেইনের, 'যখন প্রতিপক্ষের একজন বোলার কম, স্কোরের সুযোগ বুঝতে হবে, এরপর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিতে হবে। যদি ইংল্যান্ড একটু এদিকওদিক করার ব্যাপারটি বিবেচনায় না নেয়, তাহলে বাজবল একটা ধর্ম হয়ে উঠবে যার বিপক্ষে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না। আমি তাদের মন্ত্র বদলাতে বলছি না। শুধু কয়েকটি ম্যাচ পর্যবেক্ষণ করে নিজেদের জিজ্ঞাসা করতে বলছি আমরা কীভাবে উন্নতি করতে পারি?'

৫০ টাকা বেতনের কর্মচারী যেভাবে ওবেরয় হোটেলের মালিক হয়েছিলেন

লাহোর (ওয়েবডেস্ক)ঃ ব্রিটিশ শাসিত ভারতের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী সিমলার একটি হোটেলে চাকরি করতেন মোহন সিং ওবেরয়। সে সময়ে যে ঘরটিতে তিনি থাকতেন, তার দৈর্ঘ্য ছিল ১০ ফুট। প্রস্থেও প্রায় একই ছিল।

'দ্য সেসল' নামের ওই হোটেলে তাঁর কাজ ছিল কয়লার হিসাব রাখা। যে পাহাড়ে ওই নামী হোটেলটি ছিল, তার অনেক নিচে ছিল তাঁর থাকার জায়গা।

এই পাহাড় বেয়ে তাঁকে দিনে দু'বার যেতে হত। সকালে একবার কাজে যাওয়ার সময় এবং দ্বিতীয়বার দুপুর বেলায় যখন তিনি বাড়ি আসতেন স্ত্রী ইশরান দেবীর হাতে তৈরি সাদামাটা খাবার খেতে।

মি ওবেরয়ের বেতন ছিল পঞ্চাশ টাকা। এই অঙ্কটা ছিল ঠিক তার দ্বিগুণ যেটা তাঁর মা ভগবন্তী ১৯২২ সালে ঝিলামের (বর্তমানে পাকিস্তানের পাঞ্জাবের চকওয়াল) বাহওয়ান ছেড়ে আসার সময় দিয়েছিলেন। মোহন সিং ওবেরয়ের বাবা আত্তার সিং পেশায় ছিলেন ঠিকাদার। বয়স যখন ঠিক ছয় মাস, সে সময়ে বাবাকে হারান মি ওবেরয় ।

সাংবাদিক বাচি কারকারিয়া লিখেছেন, কটূক্তি সহ্য করতে না পেরে মাত্র ষোল বছর বয়সে তাঁর মা দুধের শিশুকে কোলে নিয়ে ১২ কিলোমিটার হেঁটে বাপের বাড়ি চলে আসেন।

গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পরে মোহন সিং রাওয়ালপিন্ডি থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। তিনি লাহোরে পড়াশোনা করছিলেন, কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে আর পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননি।

তার যা শিক্ষাগত যোগ্যতা, তা চাকরি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট না হওয়ায় এক বন্ধুর পরামর্শে টাইপিং এবং শর্ট হ্যান্ড শেখেন। কিন্তু তারপরেও চাকরি পাননি।

মি ওবেরয়ের কাকা লাহোরে তার জুতোর কারখানায় চাকরি দিয়েছিলেন। যদিও তহবিলের অভাবে সেই কারখানা বন্ধ হয়ে যায় এবং গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য হন মি ওবেরয় ।

একই সময়ে, আশনাক রায়ের মেয়ের (ইশরাণ দেবী) সঙ্গে তার বিয়েও হয়ে যায়। বিয়ের পরে সরগোধায় সস্ত্রীক শ্যালকের বাড়িতে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন মি ওবেরয়।

প্লেগ মহামারী

যে সময়ে তিনি বাহওয়ান যখন ফিরে আসেন, তখন প্লেগ মহামারী দেখা দেয়। মি ওবেরয়কে তার মা সারগোধায় ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু একই সময়ে তিনি স্থানীয় সংবাদপত্রে একটি সরকারী অফিসে জুনিয়র ক্লার্ক-এর পদের জন্য চাকরির বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করেন। মায়ের দেওয়া ২৫ টাকা পকেটে নিয়ে চাকরির পরীক্ষা দিতে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে সিমলায় চলে যান।

ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি তিনি। মনের দুঃখে একদিন 'দ্য সেসল'-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে হোটেলের ভিতরে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন মি ওবেরয়।

মোহন সিং ওবেরয় ১৯৮২ সালে গবেষক গীতা পিরামলকে নিজের কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেন, অ্যাসোসিয়েটেড হোটেলস অফ ইন্ডিয়ার মালিকানাধীন এই নামী হোটেলের ম্যানেজার ছিলেন একজন ইংরেজ। নাম ছিল ডি ডব্লিউ গ্রুভ। তাঁরা আমাকে মাসে ৪০ টাকা বেতনে বিলিং ক্লার্ক হিসাবে নিযুক্ত করেন।

খুব তাড়াতাড়ি আমার বেতন বাড়িয়ে ৫০ টাকা করে দেয়। আমার স্ত্রীও যখন সিমলায় চলে আসায়, আমরা আমাদের জরাজীর্ণ বাড়িতে থাকতে শুরু করি। আমাদের ঘরের দেওয়ালগুলো নিজেরাই চুনকাম করেছি। সে সময়ে কাজ করতে গিয়ে আমাদের হাতে ফোস্কাও পড়েছে। কিন্তু মাথার উপরে ছাদ আছে বলে আমরা কৃতজ্ঞও ছিলাম, তিনি যোগ করেছিলেন।

পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। মি ওবেরয়ের কথায়, সেসেলের ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন হলে, ম্যানেজারের পদে আসেন আর্নেস্ট ক্লার্ক। আমি স্টেনোগ্রাফি জানতাম, তাই ক্লার্ক আমাকে ক্যাশিয়ার এবং স্টেনোগ্রাফারের পদ দিয়েছিলেন।

একদিন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সেসালে আসেন। সে সময়ে তিনি স্বরাজ পার্টির নেতা ছিলেন। তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন দ্রুত ও যত্নের সঙ্গে টাইপ করানোর প্রয়োজন ছিল। আমি সারা রাত জেগে ওই কাজটা শেষ করে পরদিন সকালে তার হাতে তুলে দিই। একশো টাকার একটা নোট বের করে কৃতজ্ঞতার সাথে তিনি আমাকে দিয়েছিলেন।

চোখে জল এসে গিয়েছিল আমার। দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। একশো টাকা যা ধনীরা অনায়াসে ফেলে দেয়, তা আমার কাছে অনেক ছিল। টাকার ক্রয় ক্ষমতা এতটাই ছিল যে আমি স্ত্রীর জন্য একটা ঘড়ি, সন্তানের জন্য জামাকাপড় এবং নিজের জন্য একটি রেনকোট কিনেছিলাম।

সিমলার কার্লটন হোটেল

অ্যাসোসিয়েটেড হোটেলস অফ ইন্ডিয়ার সাথে ক্লার্কের চুক্তি শেষ হওয়ার পরে, তিনি দিল্লি ক্লাব-এর ক্যাটারিং-এর চুক্তি গ্রহণ করেছিলেন। মোহন সিংও সেই চাকরিতে যোগ দেন। সে সময়ে তাঁর মাসিক বেতন ১০০ টাকা। দিল্লি ক্লাবের চুক্তিটি কেবল এক বছরের জন্য ছিল। তাই ক্লার্ক অন্য ব্যবস্থার খোঁজ শুরু করেন।

সিমলার কার্লটন হোটেল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ক্লার্ক সেটা লিজ দিতে চেয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল একজন গ্যারান্টরের।

মি ওবেরয়ের কথায়, আমার কিছু ধনী আত্মীয় এবং বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। কার্লটন ততদিনে ক্লার্ক হোটেলে পরিণত হয়েছে। পাঁচ বছর পরে, ক্লার্ক অবসর নেওয়ার এবং হোটেলটি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেন। আমায় প্রস্তাব দেওয়ার সময় বলেছিলেন হোটেলটি চালিয়ে নিয়ে যেতে এবং তার ঐতিহ্য বজায় রাখতে পারে এমন কাউকে তার প্রাথমিক ভাবে পছন্দ।

প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য আমার কিছু সম্পত্তি আর স্ত্রীর গয়না বন্ধক রাখতে হয়েছিল। এই সময় এক কাকা আমার পাশে দাঁড়ান। তার সহায়তায় আমি ক্লার্ক হোটেলের মালিকানা নিয়েছিলাম।

১৯৩৪ সালের ১৪ আগস্টের মধ্যে মোহন সিং দিল্লি ও সিমলাস্থিত ক্লার্কের হোটেলগুলির একমাত্র মালিক হন। প্রসঙ্গত, মোহন সিং ওবেরয় এবং৫০পঞ্চাশ শতাংশ কম হয়ে যায়। ধীরে ধীরে দার্জিলিং, চণ্ডীগড় এবং কাশ্মীরে আরও কয়েকটি হোটেল তিনি লিজে নেন।

তার কথায়, আমি আমার নিজের হোটেল তৈরির কথা ভাবতে শুরু করি। ওড়িশার সমুদ্রে গোপালপুরে একটি ছোট হোটেল এই প্রচেষ্টার প্রথম ফল।

কাকতালীয় ভাবে তার জীবনের প্রায় প্রতিটি মোড় ঘোরানো ঘটনা কোনও না কোনও মহামারীর সাথে যুক্ত ছিল।

কলকাতায় কলেরার প্রকোপ

কলকাতায় কলেরার প্রকোপ দেখা দেয় ১৯৩৩ সালে। সে সময়ে আর্মেনিয়ান রিয়েল এস্টেট টাইকুন স্টিফেন আরাথনের গ্র্যান্ড হোটেলটি ১০০ জনেরও বেশি বিদেশী অতিথির মৃত্যুর পরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। মানুষ কলকাতায় যেতে ভয় পেত সে সময়ে। কিন্তু মি ওবেরয় তার স্বভাবজাত বিশ্বাস এবং দৃঢ় সংকল্প দিয়ে, তার হোটেল ব্যবসাকে একটি লাভজনক প্রকল্পে পরিণত করেন।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরই কলকাতা সৈন্যে ভরে যায়। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী থাকার জায়গা খুঁজছিল সেখানে।

মোহন সিং ওবেরয় বলেন, মাথা পিছু দশ টাকা হিসেবে আমি তৎক্ষণাৎ দেড় হাজার সৈন্যের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে । মি গ্রুভকে প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা বেতনে ম্যানেজার হিসাবে নিযুক্তও করে ফেলি। আমাকে প্রথম চাকরি দিয়েছিলেন তিনি। এই হোটেলটি পরিচালনা করা মি ওবেরয়ের কর্মজীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছিল। ১৯৪১ সালে, ভারত সরকার ভারতীয় হোটেল শিল্পে তার সেবার স্বীকৃতি হিসাবে রায় বাহাদুর উপাধিতে দেয়।

১৯৪৩ সালে, মোহন সিং অ্যাসোসিয়েটেড হোটেলস অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের শেয়ার কিনেছিলেন এবং রাওয়ালপিন্ডি, পেশোয়ার, লাহোর, মুরি এবং দিল্লিতে নির্মিত হোটেলগুলির একটি বড় চেনের মালিকানা অর্জন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সেই হোটেলটিও কিনে ফেলেন যেখানে তিনি প্রথম চাকরি করতেন। দেশভাগের পর ১৯৬১ সাল পর্যন্ত রাওয়ালপিন্ডিতে ফ্ল্যাশ মেনস, লাহোরে ফ্লিটিস, পেশোয়ারে ডেনস এবং মুরিতে সেসেল এই কোম্পানির মালিকানাধীন ছিল।

পরে, এটা অ্যাসোসিয়েটেড হোটেলস অফ পাকিস্তান নামে একটি সংস্থার সাথে এক হয়েছিল। তবে এর বেশিরভাগ শেয়ার সে সময় পর্যন্ত ওবেরয় পরিবারের কাছে ছিল। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর ওই সব হোটেলকে শত্রু সম্পত্তি ঘোষণা করে বাজেয়াপ্ত করা হয়।

জেনারেল জিয়াউল হকের মৃত্যু

সাংবাদিক পল লুইসের মতে, পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউল হক তাকে সেই মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও মি ওবেরয়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার আগেই বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তার (জেনারেল হকের)।

লুইস লিখেছেন যে মোহন সিং ওবেরয় ভারতীয় হোটেল শিল্পকে বিংশ শতাব্দীর প্রয়োজনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন।

তাকে (মি ওবেরয়কে) ভারতের কনরাড হিলটন বলা হত। জরাজীর্ণ এবং কম মূল্যের সম্পত্তি খুঁজে নিয়ে তার আধুনিকীকরণের বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন তিনি। তিনি পুরানো এবং জরাজীর্ণ প্রাসাদ, ঐতিহাসিক ভবনগুলিকে বিলাসবহুল হোটেলে রূপান্তরিত করেন। যেমন কলকাতার ওবেরয় গ্র্যান্ড, কায়রোর ঐতিহাসিক মিনা হাউস এবং অস্ট্রেলিয়ার উইন্ডসর। সিমলার ওবেরয় সেসাল বিল্ডিংটি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তৈরি হয়। এটার নকশা বেশ জটিল। সাজসজ্জার পরে ১৯৯৭ সালের এপ্রিলে আবার খোলা হয়েছিল।

ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মিশর, অস্ট্রেলিয়া এবং হাঙ্গেরিতে প্রায় ৩৫ টি বিলাসবহুল হোটেল নিয়ে ওবেরয় গ্রুপ টাটা গ্রুপের পরে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম হোটেল সংস্থা হয়ে ওঠে।

মি ওবেরয়ের নেতৃত্বে এই গ্রুপটি তাদের দ্বিতীয় ব্র্যান্ড 'ট্রাইডেন্ট' শুরু করে। এটা পাঁচ তারা হোটেল।

এই গ্রুপের আরেকটি মাইলফলক ছিল ১৯৬৬ সালে ওবেরয় স্কুল অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠা।

বর্তমানে 'দ্য ওবেরয় সেন্টার অব লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' নামে পরিচিত। আতিথেয়তার বিষয়ে উচ্চমানের প্রশিক্ষণ দেয় এই স্কুলটি।

নারীদের চাকরি

এই হোটেলগুলিতে নারীদের নিযুক্তের সিদ্ধান্তটাও বেশ উল্লেখযোগ্য।

ওবেরয় গ্রুপ ১৯৫৯ সালে প্রথমবার ভারতে ফ্লাইট ক্যাটারিং-এর কাজ শুরু করে।

মোহন সিং ওবেরয় ১৯৬২ সালে রাজ্যসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং সাফল্য পান। ১৯৬৭ সালে তিনি লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ৪৬ হাজারেরও বেশি ভোটে জয়ী হন।

২০০১ সালে ভারত সরকার তাকে দেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান পদ্মভূষণে ভূষিত করে।

বাচি কারকারিয়ার লেখা মোহন সিং ওবেরয়ের জীবনী, 'ডেয়ার টু ড্রিম ঃএ লাইফ অব রায় বাহাদুর মোহন সিং ওবেরয়'তে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার কথা বলা হয়েছে।

এমবিএ ছাড়াই তিনি নিজের 'হ্যান্ডস অন স্টাইল' এবং 'ম্যানেজমেন্ট হাই ওয়াকথ্রু' তৈরি করেছিলেন মি ওবেরয়। ১৯৩৪ সালে সিমলায় তার প্রথম ৫০ কক্ষের ক্লার্ক হোটেলে তিনি রান্নাঘর থেকে অতিথিরা যে তলায় আছেন সেখানে খাবার বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি লিফটও ডিজাইন করেন।

রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে তিনি দেখেন, মাখনের অবশিষ্ট টুকরা আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। পরিবর্তে, তিনি মজাদার পেস্ট্রি তৈরি করতে সেই টুকরোগুলি পুনরায় ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি এবং ইশরাণ কেনাকাটার উপর বেশ নজর রাখতেন।

কয়েক দশক পরে, ৯০ বছর বয়সে, পুত্র পৃথ্বীরাজ 'বিকি'র দীর্ঘ অসুস্থতার সময় তিনি আনন্দের সঙ্গে আবারও কাজে যোগ দেন।

তার জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি দিল্লির একটি হোটেলে গরম জলের থার্মোস্ট্যাটের সামান্য পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। এই পরিবর্তনের দিকে অতিথিদের নজর না গেলেও, ওই পদক্ষেপটি বিদ্যুতের বিলের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন আনে। জলের গ্লাস থেকে ফুলদানিতে থাকা গোলাপের উচ্ছতা সমস্ত দিকে নজর থাকত তাঁর।

কাজের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক

বাচি কারকারিয়া লিখেছেন যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি রাজ পরিবারের না হয়েও নিজের খামারে ব্যক্তিগত শ্মশান তৈরি করেছিলেন ... রাজপুত স্টাইলের ছাতা সহ একটি শান্ত, গাছে আবৃত, বেলেপাথর দিয়ে তৈরি জায়গা। কিন্তু চার বছর পরে, অর্থাৎ ১৯৮৪ সালে তাঁর ছেলে তিলক রাজ 'টিকি' এবংর স্ত্রী জন্য সেটা ব্যবহার করতে হয় মি ওবেরয়কে।

মোহন সিং তার জন্মের বছরটি ১৮৯৮ থেকে ১৯০০ সালে পরিবর্তন করেছিলেন কারণ তিনি চাননি যে তিনি তাকে উনিশ শতকের মানুষ হিসাবে ভাবা হোক। এই কথাটা অবশ্য গোপনই থাকত যদি তাঁর ছেলে বিকি তাঁর ইচ্ছের উপর রাশ টানতে পারতেন । ১৯৯৮ সালে, বিকি জন্ম সালের বিষয়টি সংশোধনটি করিয়েছিলেন। তিনি চাননি, বাবার ১০০ বছরের উদযাপনটা বাদ যাক, মিজ কারকারিয়া তাঁর বইয়ে লিখেছেন।

রায় বাহাদুর মোহন সিং ওবেরয় ১০৪ বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।

তার দর্শন ছিল, শুধু অর্থের কথা ভাবলে সঠিক কাজ হবে না। কিন্তু কাজ সঠিক হলে টাকা আপনা থেকেই আসতে বাধ্য।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
মঙ্গলবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
20:02:2024

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

'ঢাকাদিল্লিকে সতর্ক করলেন ডোনাল্ড লু'

ঢাকা ঃ ঢাকাদিল্লিকে সতর্ক করলেন ডোনাল্ড লু সমকাল পত্রিকার প্রথম পাতার খবর এটা। এতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু মিয়ানমার ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতে সতর্ক করেছেন। তিনি মনে করেন, রোহিঙ্গা সংকট ও মিয়ানমারে চলমান অস্থিরতার কারণে দেশটির নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে এবং প্রতিবেশী দেশগুলোতে এর প্রভাব অব্যাহত থাকবে। ডোনাল্ড লু মনে করেন, মিয়ানমার পরিস্থিতির শিগগিরই উন্নতি হচ্ছে না। এ কারণে বাংলাদেশ ও ভারতের জন্য যে শরণার্থী সংকট ও নিরাপত্তা সমস্যা তৈরি হচ্ছে, তা সামনে আরো গভীর হতে পারে। ওয়াশিংটনের বিশ্লেষক ইউএস ইনস্টিটিউট অব পিস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের ইন্দোপ্যাসিফিক কৌশলের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন মি. লু। তিনি বলেন, আমি বাংলাদেশ, সেখানে থাকা রোহিঙ্গা শরণার্থী ও মিয়ানমারের অস্থিরতা এই অঞ্চলের জন্য কীভাবে প্রভাব ফেলতে পারে তা নিয়ে অনেক সময় ব্যয় করেছি। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং এই অঞ্চলে আমাদের অংশীদারদের, বিশেষ করে বাংলাদেশ ও ভারতকে সমর্থন করতে হবে, যাতে তারা তাদের দেশের অভ্যন্তরে অস্থিতিশীলতা বাড়তে না দিয়ে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে পারে।

পাকিস্তানে 'ভাগাভাগির প্রধানমন্ত্রিত্বে' রাজি নন বিলাওয়াল, নতুন জোটে পিটিআই

লাহোর ঃ পাকিস্তান পিপলস পার্টি পিপিপি এর চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি বলেছেন, আমাকে বলা হয়েছিল প্রথম তিন বছর তাদেরকে দিতে এবং পরের দুই বছর আমাকে প্রধানমন্ত্রী হতে। কিন্তু আমি তা মানা করেছি।

রোববার পাকিস্তানের থাট্টায় এক র‍্যালিতে ভাষণ দেয়ার সময় এমনটা বলেছেন তিনি।

তিনি বলেন, অন্য রাজনৈতিক দলগুলো যে উপায়ে প্রধানমন্ত্রী হতে চায়, আমি সেভাবে হতে চাই না। আমাকে যদি প্রধানমন্ত্রী হতে হয় তাহলে পাকিস্তানের জনগণ আমাকে প্রধানমন্ত্রী বানাবে।

তিনি আরও বলেন, যারা আমাদের কাছে সমর্থন চাইতে এসেছে, তাদের কাছ থেকে মন্ত্রণালয় নিবো না আমরা, বরং আমরা জনগণের স্বার্থ দেখবো।

আসিফ আলি জারদারি পিপিপি এর প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হবেন বলেও ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

আটই ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনে কোনো দল সরকার গঠনের জন্য এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। স্বতন্ত্র প্রার্থীরা মোট ১০১টি আসনে জয়ী হয়েছে। এর মধ্যে ৯৩টি আসনেই জয় পেয়েছেন পিটিআই সমর্থিত প্রার্থীরা।

অন্যদিকে নওয়াজ শরিফের পাকিস্তান মুসলিম লিগনওয়াজ পিএমএলএন ৭৫টি আসন পেয়েছে আর বিলাওয়াল ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি পিপিপি পেয়েছে ৫৪টি আসন।

এখন এসব দল জোট গঠন করে নতুন সরকার গঠন করার জন্য আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিলাওয়াল ভুট্টোর এই বক্তব্যের পর মুসলিম লীগনওয়াজ এর সমঝোতা কমিটির প্রধান ইশাক দার তার দল এবং পিপলস পার্টির নেতাদের সমঝোতা আলোচনার নিয়ম মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন।

এই নিয়মের অংশ হিসেবে দুই দলের সমঝোতা কমিটির কোনো সদস্য আলোচনার প্রক্রিয়া বা কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, সে সম্পর্কে কোনো কিছু প্রকাশ করতে পারবে না। দলগুলোর মধ্যে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি এবং বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যা শেষ দিন পর্যন্ত চলতে থাকবে।

তিনি বলেন, চতুর্থ দফার সমঝোতা আলোচনা শেষ হয়েছে। সোমবার বিকেলে পঞ্চম দফা আলোচনা শুরু হবে। এই আলোচনা শেষে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দুই দলের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে নেয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সমঝোতা আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো কিছু নিয়ে কথা বলা উচিত নয়।

তবে ইশাক দার নিশ্চিত করেছেন যে, জোট সরকার গঠনের ক্ষেত্রে ক্ষমতায় থাকার 'সময়ভাগাভাগির' বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

পাকিস্তানের জিও নিউজকে তিনি বলেন, সরকার গঠন করা নিয়ে দলগুলো কমিটি গঠন করেছে। আমরা পিপলস পার্টির সাথে একমত হয়েছি যে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে কেউ এ বিষয়টি প্রকাশ করবে না। আমরা আমাদের নেতাদের কাছ থেকে এটাই আশা করি। এটা করতে আমরা নৈতিকভাবে বাধ্য।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য দুই বছর সময় দেয়ার প্রস্তাবের বিষয়ে বিলাওয়াল ভুট্টোর করা মন্তব্যের নিয়ে তিনি বলেন, সমঝোতার জন্য এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি।

তিনি বলেন, বিভিন্নভাবে সরকার গঠন করা যেতে পারে। বিলাওয়াল সাহেব সময়ভাগাভাগির বিষয়টি প্রকাশ করেছেন। আরও অনেক ফর্মুলা থাকতে পারে।

সুন্নি ইত্তেহাদ কাউন্সিলের সাথে জোটে পিটিআই

পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যম ডন এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পার্লামেন্টে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করতে পিটিআই ইসলামাবাদে এক বৈঠকের পর সুন্নি ইত্তেহাদ কাউন্সিলের সাথে জোট গঠন করতে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে। এবারের নির্বাচনে এই দলটি একটি আসনে বিজয়ী হয়েছে।

এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও পাঞ্জাবের প্রাদেশিক পরিষদে সংরক্ষিত নারী আসন এবং সংখ্যালঘু আসন টানতে চাইছে তারা।

এর আগে পিটিআই পাঞ্জাব ও কেন্দ্রে ওয়াহদাতইমুসলিমিনের সাথে জোট গঠন করে। গত সপ্তাহে এক সংবাদ সম্মেলনে করে পিটিআই এর মুখপাত্র এর ঘোষণা দেন।

তবে এই সিদ্ধান্ত জামায়াত-ই-ইসলামিকে অস্বস্তিতে ফেলেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জামায়াতইইসলামির সাথে খাইবার পাখতুনখোয়ায় একই ধরনের একটি জোট গঠন করার কথা রয়েছে পিটিআই এর। এর প্রতিক্রিয়ায় জামায়াতইইসলামি বলেছে যে, খাইবার পাখতুনখোয়ায় পিটিআইয়ের সাথে 'সীমিত জোট' গড়তে আগ্রহী নয় তারা।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, বিরোধীদলের বেঞ্চে বসতে রাজি হওয়ার দুই দিন পর রোববার পিটিআই কেন্দ্রে, পাঞ্জাবে এবং খাইবার পাখতুনখোয়ায় সরকার গঠন করতে তাদের প্রচেষ্টা জোরদার করেছে। এর অংশ হিসেবেই তারা সুন্নি ইত্তেহাদ কাউন্সিলের সাথে এই নতুন জোট গঠন করেছে তারা।

এদিকে খাইবার পাখতুনখোয়ায় পিটিআই পার্লামেন্টারিয়ানদের সাথে আলোচনা স্থবির হয়ে পড়েছে। কারণ পিটিআই এর নেতারা প্রদেশটির সাবেক মুখ্যমন্ত্রীসহ কয়েক জন নেতাকে দল থেকে সরিয়ে দেয়ার দাবি তুলেছে।

পিটিশনারকে হাজির করার নির্দেশ

পাকিস্তানের গত ৮ই ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বাতিল চেয়ে করা পিটিশনের শুনানি আজ সুপ্রিম কোর্টে অনুষ্ঠিত হলেও পিটিশন দায়েরকারী আদালত হাজির হয়নি।

প্রধান বিচারপতি কাজী ফাইজ ইসার নেতৃত্বে তিন সদস্যের বেঞ্চ এই শুনানি করে। বিচারপতি আলি মাজহার এবং বিচারপতি মুসরাত হিলালিও এই বেঞ্চে উপস্থিতি ছিলেন।

এই পিটিশন দায়ের করেছেন ব্রিগেডিয়ার (অব.) মোহাম্মাদ আলি। তবে আজ তিনি আদালতে হাজির হননি। পরে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

পরে সর্বোচ্চ আদালত পিটিশন দায়েরকারী ব্রিগেডিয়ার (অব.) মোহাম্মদ আলিকে আদালতে হাজির হতে সমন জারি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনকে আদালতের নির্দেশ মানতে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এ সময় আদালত তার পর্যবেক্ষণে বলেন, শুধু প্রচারের জন্যই কি এই আবেদন দায়ের করা হয়েছিল? এটা হতে পারে না। আমরা সুপ্রিম কোর্টকে ভুলভাবে ব্যবহৃত হতে দিতে পারি না।

প্রথমে তারা আবেদন করে, তারপর গায়েব হয়ে যায়। পিটিশন দায়েরকারীকে যেকোনো স্থান থেকে এনে হাজির করুন। আমরা অভিযোগ শুনবো। পিটিশন আবেদনটি গত ১২ই ফেব্রুয়ারি জমা দেয়া হলেও মিডিয়াতে তার অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছে বলে নোট নেয় আদালত।

এর আগে পিটিশনের আবেদনে মোহাম্মদ আলি বলেন, যেহেতু এই নির্বাচন বিচার ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়নি এবং সব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে ভোট কারচুপির বিষয়ে আওয়াজ তুলেছে, তাই এই নির্বাচনকে বাতিল করে দেয়া উচিত।

পিটিশনে আরো বলা হয়েছে, নির্বাচনে কারচুপির বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমালোচনা হয়েছে যা বিশ্ব দরবারে দেশের সুনাম ক্ষুণ্ন করছে এবং একই সাথে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

পিটিশনে সুপ্রিম কোর্টকে এই নির্বাচনকে বাতিল ঘোষণা করার আবেদন করা হয়। একই সাথে সুপ্রিম কোর্টের অধীনে আগামী ত্রিশ দিনের মধ্যে দেশে সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

মার্চেই রাফাহ শহরে স্থল অভিযান, হামাসকে ইসরায়েলের হুমকি

ইসরায়েল ঃ হামাস আগামী দশই মার্চের মধ্যে জিম্মিদের মুক্তি না দিলে গাজার দক্ষিণাঞ্চলের রাফাহ শহরে স্থল অভিযান শুরু করা হবে বলে জানিয়েছে ইসরায়েল। রোববার এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দেশটির যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার সদস্য বেনি গ্যান্টজ।

বিশ্ববাসী এবং হামাস নেতাদের অবশ্যই জেনে রাখা উচিত, যদি রমজানের আগে আমাদের জিম্মি নাগরিকরা বাড়িতে না ফেরে, তাহলে রাফাহ অঞ্চলের সর্বত্র অভিযান চলবে, বলেন মি. গ্যান্টজ। ইসরায়েল এমন একটি সময় এই অভিযানের হুঁশিয়ারি দিলো, যখন রাফাহতে হামলার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী বিরোধিতা বাড়ছে।

চলতি বছরের দশই মার্চ ইসলামের পবিত্র রমজান মাস শুরু হতে যাচ্ছে।

গাজার সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত রাফাহ শহর ফিলিস্তিনির কাছে এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, যুদ্ধ শুরুর পর বেশিরভাগ উদ্বাস্তু ফিলিস্তিনি নাগরিক মিশরের সীমান্ত ঘেঁষা এই শহরেই আশ্রয় নিয়েছেন। বর্তমানে সেখানে ১৫ লাখেরও বেশি বেসামরিক মানুষ অবস্থান করছে।

মি. গ্যান্টজ আরও বলেন, ইসরায়েল একটি সমন্বিত পদ্ধতিতে অভিযানটি পরিচালনা করবে যাতে সেখানে বেসামরিক নাগরিকদের হতাহতের সংখ্যা কমানো যায়। বেসামরিক নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার সুবিধার্থে আমরা আমাদের আমেরিকান এবং মিশরীয় অংশীদারদের সাথে আলোচনা করবো।

কয়েকদিন আগে, রাফাহ শহরে বিমান হামলা চালিয়েছিল ইসরায়েল। হামলার পর জাতিসংঘের জনস্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছিল যে, সেখানকার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালে সেবা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। অন্যদিকে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) জানিয়েছে যে, বিমান হামলার পরের পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে তারা রাফাহ শহরের উত্তরে খান ইউনিসের নাসের হাসপাতালে যেতে চেয়েছিলো। কিন্তু তাদেরকে সেখানে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়নি। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) বৃহস্পতিবার ওই হাসপাতাল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তাদের গোয়েন্দা তথ্য ইঙ্গিত করছে যে, হামাস ওই হাসপাতালেই জিম্মিদেরকে আটকে রেখেছে। নাসের হাসপাতালে নিজেদের অভিযানকে সুনির্দিষ্ট এবং সীমিত হিসাবে বর্ণনা করেছে আইডিএফ। গত সাতই অক্টোবর হামাসের নেতৃত্বে ইসরায়েলে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে কমপক্ষে ১২শ মানুষকে মেরে ফেলা হয় এবং ২৫৩ জনকে জিম্মি করা হয়। এ ঘটনার কয়েকদিন পর যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করে গাজায় সামরিক অভিযান শুরু করে ইসরায়েল। দেশটির শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের নিয়ে যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। অভিযান শুরু পর বিভিন্ন সময় শতাধিক জিম্মিকে ছেড়ে দেওয়া হলেও হামাসের হাতে এখনও প্রায় ১৩০ জন জিম্মি রয়েছে বলে মনে করে ইসরায়েল।

এদিকে, মি. গ্যান্টজের বক্তব্যের পর ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। এর ফলে উদ্বাস্তুরা সীমান্ত পেরিয়ে গণহারে মিশরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইসরায়েলগাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই রাফাহ ক্রসিং দিয়ে উদ্বাস্তুদের অনেকেই ইতোমধ্যে মিশরে আশ্রয় নিয়েছেন। এ ধরনের ঘটনা আগেও দেখা গেছে। তাই এটি ঠেকানোর জন্য মিশর তাদের সীমান্তে একটি বড় প্রাচীর নির্মাণের চিন্তা করছে বলেও জানা যাচ্ছে।

রমজান শুরু হতে আর মাত্র তিন সপ্তাহ বাকি। রাফাহ থেকে পাওয়া খবরে জানা যাচ্ছে যে, ইতিমধ্যেই সেখানকার উদ্বাস্তুরা পশ্চিম উপকূলের দিকে সরে যেতে শুরু করেছে।

তবে উদ্বাস্তুদের বেশিরভাগ অংশ এখনও বুঝতে পারছে না যে, তারা ঠিক কোথায় আশ্রয় নেবেন। ফলে তারা এখনও অপেক্ষা করছেন এবং পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন।

আন্তর্জাতিক চাপ সত্ত্বেও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সম্প্রতি বলেছেন যে, হামাসকে নির্মূল করতে তারা রাফাহ শহরে স্থল অভিযান চালাবেন। এর আগে, মিশর এবং অন্যান্য কিছু আরব দেশ বারবার সতর্ক করেছে যে, রাফাহ শহরে ইসরায়েলি হামলা অনেক ফিলিস্তিনিকে মিশরে ঠেলে দেওয়ার ঝুঁকি তৈরি করবে, যা অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন তারা।

আন্তর্জাতিকভাবেও ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে যে, তারা যেন এই ধরনের হামলা থেকে বিরত থাকে।

কারণ ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুরা সেখানে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বসবাস করছে।

গত সাতই অক্টোবর থেকে হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের ধারাবাহিক সামরিক অভিযানে গাজা উপত্যকার অনেকাংশ এখন রীতিমত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ২৮ হাজার ৪০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নাগরিক নিহত হয়েছেন, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু।

এছাড়া ৬৮ হাজারেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন।

আর গত ২৪ ঘণ্টায় অন্তত ১২৭ ফিলিস্তিনি নিহত এবং ২০৫ জন আহত হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

রাফাহ গুরুত্বপূর্ণ কেন?

রাফাহ মিশরের সিনাই মরুভূমি সংলগ্ন একটি সীমান্ত পথ যেটি গাজার সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত। গাজা থেকে বের হবার আরও দুটি সীমান্তপথ রয়েছে, যেগুলো পুরোপুরি ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে এবং দুটোই এখন বন্ধ।

ফলে মিশরের এই সীমান্ত পথটিই এখন গাজার উদ্বাস্তুদের একমাত্র ভরসা। তবে ইসরায়েলগাজা যুদ্ধ শুরু হবার পর সীমান্তটি বন্ধ করে দিয়েছে মিশর। গত সাতই অক্টোবর গাজার উত্তরাঞ্চলের ইরেজ সীমান্ত দিয়ে ইসরায়েলে আক্রমণ করে হামাস। এ ঘটনার পর পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত সীমান্তটি বন্ধ ঘোষণা করে ইসরায়েল।

ফলে রাফাহ সীমান্তটিই এখন বেসামরিক নাগরিকদের জন্য গাজা ত্যাগ করার একমাত্র স্থলপথ। গাজায় মানবিক সহায়তা পাঠানোর ক্ষেত্রেও রাফাহ এখন গুরুত্বপূর্ণ।

ফিলিস্তিনিরা ইচ্ছা করলেই রাফাহ সীমান্ত পার হতে পারেন না। এজন্য তাদেরকে দুই থেকে চার সপ্তাহ আগে স্থানীয় ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হয়, যেটি ফিলিস্তিন বা মিশর সরকার যে কোনো অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করে দিতে পারে। জাতিসংঘের হিসেবে, ২০২৩ সালের অগাস্টে ১৯ হাজার ৬০৮ জনকে ফিলিস্তিনি নাগরিককে রাফাহ সীমান্ত দিয়ে মিশরে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর প্রবেশের অনুমতি চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন ৩১৪ জন।